গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা ৯ হাজার ছাড়াল

সারে-জমিন

ইসরাইলের বিরুদ্ধে একাধিক প্রতিবাদ মিছিল

রূপসী বাংলা

সামরিক জান্তার হাজার দিন পর কেমন আছে মায়ানমার

সম্পাদকীয়

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে পদযাত্রা

গ্রাম-বাংলা

শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ রানে গুড়িয়ে সেমিফাইনালে গেল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৩ নভেম্বর, ২০২৩
১৬ কার্তিক ১৪৩০
১৮ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 18 ■ Issue: 295 ■ Daily APONZONE ■ 3 November 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজস্থানে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ইডির অফিসার

আপনজন ডেস্ক: চিটফান্ড মামলায় এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) এক আধিকারিককে গ্রেফতার করল রাজস্থান পুলিশ। রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন ব্যুরো (এসিবি) তার হয়ে কাজ করা এক মধ্যস্থতাকারীকে ধরার পর নভাল কিশোর মীনা নামে ওই অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। মধ্যস্থতাকারী বাবু লাল মীনাকে ইডি অফিসারের হয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে এসিবি। নাভাল কিশোর মীনা মণিপুরের একটি চিটফান্ড মামলায় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তদন্ত করছিলেন এবং গ্রেপ্তার বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এড়াতে তাকে অর্থ প্রদান করতে বলেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক হেমন্ত প্রিয়দর্শী জানিয়েছেন, গত ২০ অক্টোবর এসিবির জয়পুর ইউনিটের কাছে ওই ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, তার মামলা ‘বন্ধ’ করার জন্য ওই আধিকারিক মোট ১৭ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। পুলিশ দ্রুত ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে ঘুষ নেওয়ার সময় হাতে নাতে গ্রেফতার করে।

রাজ্যে একশো দিনের কাজ নিয়ে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে কেন্দ্র: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেছেন রাজ্যকে এমজিএনআরইজিএ বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রচার করছে কেন্দ্রীয় সরকার।
বকেয়া পরিশোধের জন্য কেন্দ্রকে সময়সীমা ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর পর আবার তা ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কারণ ১৬ নভেম্বর ইডেনে বিশ্বকাপের খেল। মমতা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার বকেয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও তহবিল ছাড়েনি। এনিয়ে মমতা অভিযোগ করেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে বকেয়া অর্থ দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্র ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল তথ্য প্রচার করার সন্ধান পেরেছি। আমাদের জোরালো আন্দোলন এবং বিশদ তথ্যগত রেকর্ড ও বিবরণ জমা দেওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্র তার পা টেনে নিচ্ছে। কোনও আটকে রাখা বকেয়া পরিশোধ করেনি। তিনি ভুল তথ্য ছড়ানোকে কেন্দ্রীয়সরকারের পক্ষ থেকে “লজ্জাজনক” বলে বর্ণনা করেছেন।
এর আগে কেন্দ্রীয়সরকার জানিয়েছিল, নির্দেশ না মানার

কারণে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্য বাংলায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ না মানার কারণে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫-এর বিধান অনুযায়ী ২০২২ সালের ৯ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে মমতা বলেন, মানুষকে বোকা বানাতে, বিভ্রান্তি ছড়াতে এবং রাজ্য সরকারকে বদনাম করতেই এই ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। আমরা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য চাই। যত্রতত্র মিথ্যা তথ্য ফাঁস হওয়া সত্ত্বেও আমরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছি। এটা লজ্জার!
এমজিএনআরইজিএ বকেয়া বকেয়া বেশ কিছুদিন ধরে কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, দলের জাতীয়সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই প্রকল্পের আওতায় অবিলম্বে অর্থ ছাড়ের দাবিতে ধর্না দেয়। দুর্গাপূজার আগে কলকাতার গভর্নর হাউসের সামনে একই ইস্যুতে ধর্না দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যদিকে, কেন্দ্র দাবি করেছে যে রাজ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে, যা কোটি কোটি টাকার বেশ কয়েকটি জাল জব কার্ড শনাক্ত করার মাধ্যমে স্পষ্ট।
বিজেপি নেতৃত্বও এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

বিশ্বকাপের খেলা ইডেনে, তাই তৃণমূলের সভা পিছিয়ে ২৩ নভেম্বর

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবারই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে ফের তীব্র আন্দোলন শুরু হবে। ১৬ নভেম্বর দলের নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভা হবে। সেই সভা থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এমনকী কেন্দ্রকে ওই দিনের আগে বকেয়া মেটানোর হুঁশিয়ারিও দেন। বলা এঞয়, তার মধ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের বকেয়া টাকা না মেটালে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। কিন্তু ওইদিন ইডেনে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল খেলা থাকায় তৃণমূলের প্রস্তাবিত সভার দিন বদল হল। নেতাজি ইন্ডোরে স্টেডিয়ামে তৃণমূলের প্রস্তাবিত সভা এক সপ্তাহ পিছিয়ে করা হচ্ছে ২৩ নভেম্বর। উল্লেখ্য, গত মাসে বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূল দিল্লিতে ধরনা দেয়। দলের নেতারা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তিনি সময় দেননি। তাই অবিলম্বে বাংলার বকেয়া আদায়ের দাবিতে লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণার আগে ফের আন্দোলনে নামতে চায় তৃণমূল।

‘লজ্জাজনক ও অনৈতিক’ প্রশ্ন করায় এথিক্স কমিটির বৈঠক ছেড়ে প্রতিবাদ মহুয়ার

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার লোকসভার এথিক্স কমিটির বৈঠকে ব্যাপক নাটকীয়তা দেখা যায়। এরপর সংসদে প্রশ্ন করার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র বিশেষত সংসদের এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ কুমার সোনকারের বিরুদ্ধে “সমস্ত ধরনের নোংরা প্রশ্ন” এবং প্রশ্নমালাকে “লজ্জাজনক” বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস সাংসদ এন উত্তম কুমার রেড্ডি, বিএসপির সাংসদ দানিশ আলি এবং আরজেডি-র সাংসদ গিরিধারীলাল যাদবকে মৈত্রের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। বিক্ষোভকারী সাংসদদের অভিযোগ, এক মহিলা সাংসদের নৈতিক আচরণ লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখার দায়িত্বে থাকা কমিটি প্রশ্নোত্তর পর্বে ‘অনৈতিক আচরণ’ করেছে।
সোনকর অবশ্য পাল্টা অভিযোগ করেন যে তদন্তের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এড়ানোর জন্য মৈত্রের দ্বারা পরিকল্পিত একটি মুখ রক্ষার কৌশল ছিল।
মহুয়া মৈত্র বৈঠক ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায়এক ঘণ্টা পর প্যানেলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে চেয়ারম্যান বলেন, কমিটি বসবে ও পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে পার্লামেন্টের অ্যানেক্স ভবনের সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার সময় উত্তেজিত হয়ে বহুজন সমাজপার্টি সাংসদ দানিশ আলি

বলেন, কমিটির চেয়ারম্যান একজন মহিলা সংসদ সদস্যকে সব ধরনের অনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যার সঙ্গে নগদ অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ছিল দ্রৌপদীর অপমানের সমতুল্য। এর প্রতিবাদে আমরা ওয়াকআউট করেছি।
এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান মহুয়া মৈত্রের কাছে তার রাতের ফোনের কথোপকথন এবং ফোন কল রেকর্ড, বিদেশ ভ্রমণের সময়তার হোটেলে থাকার বিবরণ, তিনি কার সাথে ভ্রমণ করেছিলেন এবং কে তার হোটেলের বিল পরিশোধ করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার বিদেশ সফরের সময়হোটেলগুলিতে আর কারা ছিলেন। তিনি ঘুষ নিয়েছেন কি না, এই ইস্যুর সঙ্গে এগুলি কীভাবে সম্পর্কিত? সেই প্রশ্ন তোলেন বিএসপি সাংসদ।
কংগ্রেস সাংসদ এন উত্তম কুমার রেড্ডি বলেন, মৈত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চেয়ারম্যানের মনোভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কারও নির্দেশে কাজ করছেন। তার প্রশ্নগুলো ছিল পক্ষপাতদুষ্ট ও অসম্মানজনক। আমরা দিনের শুরু থেকেই তাকে এই প্রশ্ন অনুসরণ না করতে বলার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তিনি শোনেননি।
এই ধরনের প্রশ্ন করা হলে প্যানেলের বিজেপি সদস্যদের ভূমিকা কী ছিল জানতে চাওয়া হলে রেড্ডি বলেন, তারা নীরব ছিলেন।
কমিটিতে কয়েকজন মহিলা সাংসদও ছিলেন এবং তারাও মুখ বন্ধ রেখেছিলেন।
এথিক্স প্যানেলের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভকারী সাংসদরা প্রশ্ন তোলেন, অভিযোগকারী বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে কীভাবে ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের (এনআইসি) একটি ‘গোপনীয়’ রিপোর্ট পান যেখানে বলা হয়েছিল যে মৈত্রের সংসদীয়লগইন দুবাই থেকে ৪৭ বার অ্যাক্সেস করা হয়েছিল এবং বুধবার তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল।

হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর থেকে কম টাকায় নার্সিং পড়ার সুযোগ

ভর্তি চলছে

GNM NURSING (3 YRS)

শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য

আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত

অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনও শাখার ছাত্রদের জন্য সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

যোগাযোগ
ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

মুহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান ● ড. মোশারফ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান

চণ্ডীপুর মোড় ● বিড়লাপুর রোড ● বজবজ ● কলকাতা-৭০০১৩৭

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ২৯৫ সংখ্যা, ১৬ কার্তিক ১৪৩০, ১৮ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

স্বচ্ছল জীবন

আসলে গরিব মানুষের মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার মতো সংগতি থাকে না। সেই কারণে দরিদ্র মানুষের মর্যাদাবোধও কম থাকে। কিন্তু সকলেই তো একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সকল মানুষেরই মাতৃজঠরে জন্ম হইয়াছে এবং সকলেরই মৃত্যুর স্বাদ লইতে হইবে।

এই জন্য বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'দারিদ্র্য'কে মহান করিয়া একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশে বড় হইয়াছেন। ছোটবেলায় তাহাকে ডাকা হইত দুখুমিয়া নামে।

বিরল প্রতিভাধর এই কবি 'দারিদ্র্য'কে এতটাই মহিমান্বিত করিয়াছেন যে, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—দারিদ্র্য তাহাকে যিশু খ্রিষ্টের সম্মান দান করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্য তাহাকে দিয়াছে 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'।

এই অবধি শুনিতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু তাহার পর কী হইল? কী বলিলেন তিনি? এই কবিতায় এক জায়গায় নজরুল বলিয়াছেন—'টলটল ধরণীর মত করুণায়!/ তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়/ করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি/ ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি।' অর্থনৈতিক দুরবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলির স্বপ্নও তেমনি টুটিয়া যাইতেছে।

বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বিশেষ একটি সমাবেশ। সেইখানে জড়ো হইয়াছিল লক্ষাধিক মানুষ। ইহার উদ্যোক্তা জোসেফ রেসিনস্কির মৃত্যুর পর ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ অক্টোবরকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে মনোনীত করে। ১৭ অক্টোবরের স্মারক ফলক—যাহা ফাদার জোসেফ ১৯৮৭ সালে ট্রোকাডেরো প্লাজায় উন্মোচন করিয়াছিলেন—তাহা আজ বিশ্বব্যাপী মানবতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। সেই ফলকে বলা হইয়াছে—'যেইখানেই নারী-পুরুষের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, সেইখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।'

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন লিখিয়াছেন—'পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,/ দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার/ আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ/ পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ।' দারিদ্র্যের ব্যাপারে বিখ্যাত কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি বলিয়াছিলেন—'আমি অনেক গরিব মানুষ দেখিয়াছি, যাহাদের শরীরে কোনো পোশাক নাই; আমি অনেক পোশাক দেখিয়াছি, যাহার ভিতরে কোনো মানুষ নাই।'

গরিবি দশা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ইসলাম ধর্মে। মহান আল্লাহতায়ালা কাউকে করিয়াছেন সম্পত্শালী, আবার কাউকে করিয়াছেন সম্পদহীন, দরিদ্র। ধনী-গরিবের এমন শ্রেণিভাগ একান্তই আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাধীন।

ধনী-গরিবের এই তারতম্যের পেছনে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য হইল তাহার বান্দাদের পরীক্ষা করা। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, 'জানিয়া রাখিও, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রহিয়াছে আল্লাহরই নিকট।' (সুরা আনফাল-২৮)। তবে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক ধনী-গরিব শ্রেণির প্রভেদের অর্থ এই নহে যে, মানুষ অকর্মণ্য হইয়া ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্য গ্রহণ করিবে!

বরং প্রতিটি গরিব মানুষকে বৈধ সীমারেখার ভিতরে জীবনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—'দারিদ্র্য কখনো কখনো কুফরিতে নিমজ্জিত করে।' (শুআবুল ইমান)। সুতরাং প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব রহিয়াছে নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য জমিনে ছড়াইয়া থাকা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক অনুসন্ধান করা। শারীরিক সক্ষমতা কাজে লাগাইয়া দারিদ্র্যমুক্ত জীবন অর্জনের চেষ্টা করা।

••••••••••••

সামরিক জান্তার হাজার দিন পর কেমন আছে মায়ানমার

মায়ানমারে এখন শুধু বিভিন্ন গেরিলা গোষ্ঠী নয়, বার্মার তরুণেরাও জান্তাবিরোধী সশস্ত্র লড়াইয়ে নেমেছে। সেই লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে চীন সীমান্তেও। অনেক অঞ্চলে জান্তার নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় চিনও তার নীতি বদলেছে। পরিস্থিতি বলছে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের 'বার্মা অ্যাক্ট' কাজ করছে। ফলে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের ফল এ অঞ্চলের ভূরাজনীতি আমূল পাল্টে দিতে পারে। লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ**।

মিয়ানমারে সামরিক জান্তা সরকারের এক হাজার দিন পার হলো। তিন মাস পর তাদের তিন বছর পূর্ণ হবে। তবে এত দিন টিকে থাকলেও চলতি সময়টা তাদের জন্য তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে না। তাদের ভূরাজনৈতিক অভিভাবক গণচিনের জন্যও নয়। বিশেষ করে গত সপ্তাহ থেকে দেখা যাচ্ছে, জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ চিন সীমান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে, যা চলতি গৃহযুদ্ধে প্রথমবার ঘটল এবং ঘটনা হিসেবে এটা বেশ বিস্ময়কর।

বর্ষা শেষে উত্তপ্ত শীতের প্রস্তুতি
২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মায়ানমারে সামরিক বাহিনী জনগণের নির্বাচনী রায় বানচাল করে দেশের শাসনক্ষমতা নেয়। নিজেদের নাম রাখে তারা 'স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল'। প্রায় তিন বছর ধরে গণতন্ত্রপন্থীরা এই কাউন্সিলের বিরুদ্ধে লড়ছে। ইতিমধ্যে এই সংগ্রামে প্রায় ১৪ হাজার রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে।

প্রথম বছর এই প্রতিবাদ নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে কাজ করতে দেওয়ার দাবিতে অহিংস চরিত্রের মিছিল-সমাবেশে সীমিত ছিল। ২০২১ সালের শেষ দিক থেকে আন্দোলন পুরোদস্তুর সশস্ত্র রূপ নিয়েছে। মায়ানমারে আগে থেকেই শান, কারেন, চিন, কাচিন, আরাকানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বিভিন্ন জাতিসত্তার সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে।

২০২২ সাল থেকে খোদ মূল জনগোষ্ঠী বামার তরুণেরাও অস্ত্র হাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নামলে এখন প্রায় সব অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ চলছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছিল, তখন কাকতালীয়ভাবে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে এক অভিনব ঘটনা ঘটে। দুই-তিন দিনের লড়াইয়ে শান এলাকায় জান্তা অনেক সৈন্য ও অস্ত্র হারায়। গেরিলাদের সেই অভিযান এই লেখা (৩১ অক্টোবর) পর্যন্ত চলছিল।

অক্টোবরে বর্ষা শেষ হয়ে নভেম্বরে শীত শুরু হয় মায়ানমারে। মনে হচ্ছে, এবার জান্তার তৃতীয় বর্ষপূর্তিতে তীব্র শীতের মধ্যেও সেখানে গোলাবারুদের বেশ উত্তাপ থাকবে।

এক অভিযানে ৪০টি সীমান্তচৌকি হারাল টাটমা-ড
মায়ানমারের সবচেয়ে বড় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শান প্রদেশ, এটি চিনসংলগ্ন। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক—সব অর্থে এ অঞ্চলে চিনের খুব প্রভাব। এখানকার মানুষ মুঠোফোনে চিনের সিম কার্ড ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক লেনদেনে ব্যবহৃত হয় চিনের মুদ্রা। শান প্রদেশ উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ—তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে উত্তর শানের কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে মায়ানমারের সবচেয়ে বড় গেরিলা দল ওয়া আর্মি। এরা মূলত চিন প্রভাবিত। গত দুই বছর মায়ানমারজুড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ চললেও শান প্রদেশ তুলনামূলক শান্ত ছিল। এর বড় কারণ ওয়ারা জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়নি। জান্তার সৈন্যরাও ওয়া এলাকায় সচরাচর খবরদারি করতে যায় না। চিনের প্রভাবেই এই 'সমঝোতা' চলছে।

তবে সম্প্রতি উত্তর শানের ওয়াবহির্ভূত এলাকায় নেপিডোর সরকারের সেনাচৌকিগুলোয় ব্যাপক হামলা শুরু হয়। এ হামলার পর গত ২৭ অক্টোবর বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধরত উভয় পক্ষকে গোলাগুলি থামিয়ে সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বলছে চিন।

চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতি বেশ অভিনব। কারণ, জান্তার গত দুই বছরের পোড়ামাটি নীতিতে তারা চুপই ছিল। এখন সংঘাত তার সীমান্ত এলাকা ইউনান পর্যন্ত পৌঁছানোয় তাদের এত দিনকার নীরবতার অবসান হলো কিংবা তারা এ ঘটনায় নিজেদের নিরপেক্ষ হিসেবে দেখাতে চাইছে। গেরিলা দলগুলো চলতি অভিযানে ইউনান লাগোয়া মুচে, লুকেইং ইত্যাদি এলাকায় জান্তার অনেক সেনাকে হত্যা করেছে এবং টাটমা-ড-এর প্রায় ৪০টি চৌকি দখল করেছে। এসব এলাকা চিনা পণ্য বেচাকেনার জন্য বিখ্যাত। এসব জায়গায় নিয়ন্ত্রণ পেলে গেরিলা দলগুলো অর্থনৈতিকভাবে সবল হয়ে উঠবে।

গত ২৭ অক্টোবর থেকে তিন-চারটি গেরিলা দল সমন্বিতভাবে আক্রমণ শুরু করে। শান প্রদেশের ৫৫টি টাউনশিপের ১২টিতে একই সময়ে হামলা চালানো হয়। এতে ছিল তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ)। এই তিনটিই পৃথক জাতিসত্তার আঞ্চলিক গেরিলা দল। এরা নিজেদের 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' বলে থাকে। দুই বছর ধরে গণতন্ত্রপন্থীদের গড়ে ওঠা বামারদের পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) এই অভিযানে ছিল বলে দাবি করেছে। এ রকম সব দল তাদের এ অভিযানের নাম দিয়েছে 'অপারেশন ১০২৭'। ২৭ অক্টোবর অভিযান শুরু হচ্ছে বলে এমন নাম দেওয়া হয়েছে।

তিনটি সংগঠনের প্রথম দুটি চিন সীমান্তে সক্রিয়। এদের বিচরণ হচ্ছে তাঙ ও ককাং জাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলোয়। তৃতীয় সংগঠন 'এএ' বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন আরাকানে রাখাইন সমাজে সক্রিয়। উত্তর-দক্ষিণের দূরবর্তী গেরিলা দলগুলো যে সমন্বিতভাবে কাজ করছে, তার কারণ তাদের পেছনে রয়েছে সশস্ত্র কাচিনদের মদদ। কাচিন, চিন ও কারেনদের এলাকাগুলো আগে থেকেই জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ফলে শানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া একদিকে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যদিকে চিনের জন্য খারাপ বার্তা বটে। মাঠপর্যায়ের সূত্রগুলো বলছে, চিনের দিক থেকে এ অবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কারণ, মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী 'টাটমা-ড' ধীরে ধীরে দেশের বিশাল সীমান্ত পাহারার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। কেবল চিনের সঙ্গে মায়ানমারের প্রায় ১ হাজার ৩০০ মাইলের সীমান্ত রয়েছে। এ সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে চিন খুবই স্পর্শকাতর। সম্প্রতি এসব এলাকা আন্তদেশীয় অনেক অপরাধচক্রের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, যা টাটমা-ড দিয়ে দমন করা যাচ্ছে না। পরিবর্তিত অবস্থায় এই সীমান্ত এবং চেক পয়েন্টগুলোর বিষয়ে মায়ানমারের গেরিলাদের সঙ্গে সমঝোতার নীতি নিয়েছে বেইজিং। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে জান্তার সঙ্গে থেকেও অঞ্চলগতভাবে চিন কৌশল পাল্টাচ্ছে। চিনের এই পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে পুরো মায়ানমারে সরকারবিরোধী গেরিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের একটা তরঙ্গ তৈরি করবে।

বহির্বিশ্বের জন্য মায়ানমারের এই ঘটনাপ্রবাহে কিছু বার্তা আছে। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমগুলো এত দিন খবর দিয়েছে, অস্ত্রপাতির অভাবে মায়ানমারের প্রতিরোধযোদ্ধারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। বাস্তবতা হলো, মুক্তাঞ্চলগুলোয় স্থানীয়ভাবে অস্ত্র তৈরির লোকজ চরিত্রের অনেক কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রতিরোধযুদ্ধের এক-চতুর্থাংশ অস্ত্র এভাবে স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়। আসামের সাংবাদিক রাজিব ভট্টাচার্য বামার এলাকাগুলো ঘুরে এসে এ বিষয়ে গত অক্টোবরে দ্য ডিপ্লোম্যাট সাময়িকীতে সচিত্র প্রতিবেদন লিখে মায়ানমারের অভ্যন্তরের উদীয়মান বাস্তবতা সবাইকে জানিয়েছেন। এ ছাড়া '১০২৭' অভিযানে ড্রোনের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চিন লাগোয়া এলাকায়ও লড়াই
তবে কেউ কেউ এমন অনুমানও করছেন, মায়ানমারের গৃহযুদ্ধে চিন, কাচিন ও কারেন সমাজ যে পশ্চিমা বিভিন্ন সংস্থার সহানুভূতি পায়, তারই একটা বিকশিত ছাপ পড়ছে অক্টোবরের ঘটনাগুলোয়। কারেন, চিন ও কাচিন এলাকাগুলো মূলত খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত। এসব সমাজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের চার্চ-সমাজের যোগাযোগ রয়েছে। টাটমা-ড এসব অঞ্চলে যত বোমা ফেলছে, ঐতিহাসিক ওই 'যোগাযোগ' তত নতুন স্তরে চলে যাচ্ছে। এ ছাড়া পশ্চিমের সুশীল সমাজের নানা সংগঠন মায়ানমারের এসব অঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে 'মানবিক সহায়তা' করতে চায় এবং করে। গৃহযুদ্ধ শুরুর পর পুরোনো সেসব সম্পর্ক নতুনভাবে পুনর্গঠিত হচ্ছে।

কারণ, 'বার্মা অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতি একধরনের অঙ্গীকারই প্রকাশ করেছে। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের স্বাক্ষর করা 'বার্মা অ্যাক্ট' যে বাংলাদেশের ভূমিকারও উল্লেখ করেছে, সেটা বহু আগেই ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছিল।

তবে ঐতিহাসিকভাবে মায়ানমারের বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা দলের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি পুরোনো, সরাসরি ও ঘনিষ্ঠ। চিন বহুবার এসব গেরিলা দলের সঙ্গে মায়ানমার সরকারের আলাপ-আলোচনায় মধ্যস্থতা করেছে। তবে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর মায়ানমারের মানুষের চিনবিরোধী মনোভাব এবং দেশটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারিক আগ্রহে সামগ্রিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। গত তিন বছরে মায়ানমারের রাজনীতিমনস্ক তরুণ-সমাজের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে। ওই একই সমাজের মধ্যে চিনের ব্যাপারে সন্দেহ-অবিশ্বাস-অনাস্থা অনেক বেড়েছে। তবে এই তরুণদের একটা বড় সমস্যা হলো, অতি বৃদ্ধ ও কারারুদ্ধ অং সান সু চির বিকল্প জাতীয়ভাবে পরিচিতি কোনো নেতা নেই। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ যে ইউনানের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল, সেটা বেশ তাৎপর্যবহ।

সবারই জানা, চিনের বঙ্গোপসাগরমুখী অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলোয় শান-ইউনান সীমান্তের গুরুত্ব ঠিক সেই রকম, ভারতের 'লুক-ইস্ট' বা 'অ্যাক্ট-ইস্ট' কর্মসূচির জন্য মণিপুর শান্ত থাকা যেমনটা দরকার। শান প্রদেশের ভেতর চিনের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প রয়েছে। এখানে চিন 'আন্তসীমান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল' করতে চায়। তাদের 'বিআরআই' প্রকল্পের অপরিহার্য একটা বিন্দু শান অঞ্চল। আবার 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'-এর চলতি অভিযানে মান্দালেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নয়াদিল্লির নীতিনির্ধারকেরা বহুকাল মণিপুরের মোরহে থেকে মান্দালে হয়ে সড়কপথে থাইল্যান্ডের মেই সোতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সুতরাং মায়ানমারের চলতি ঘটনাবলি ভারতেরও গভীর মনোযোগে থাকার কথা।

'স্নায়ুযুদ্ধের' নতুন কালে এসে চিন ও এশিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের একটা কেন্দ্রীয় উপাদান যে মায়ানমার, সেটা ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী আলোচিত। তবে এই আগ্রহের জন্য মেঠো সমস্যা হলো, একই বিষয়ে থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ ও ভারতের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক আছে। এই তিন দেশের অন্তত একটার 'উদার সহযোগিতা' ছাড়া বার্মা অ্যাক্টের প্রত্যাশিত বাস্তবায়ন দুরূহ।

এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পছন্দ অবশ্যই থাইল্যান্ড। তবে থাই সামরিক আমলাতন্ত্র এমন কোনো ভূমিকা নিতে চায় না, যা মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করে। থাইল্যান্ড হয়তো এও মনে রাখে, বার্মা-অ্যাক্টকে চিন তার 'নিরাপত্তা হুমকি' হিসেবে উল্লেখ করেছিল। থাই সামরিক বাহিনীর এসব বিবেচনার ছাপ আছে দেশটির বেসামরিক সরকারের মায়ানমার নীতিতে। তারা দশ জাতির আসিয়ান জোটেও মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে খুব একটা সরব নয়। একইভাবে ভারতও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশার উল্টো পিঠে অবস্থান নিয়ে মায়ানমারের জান্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলা দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে টাটমা-ড-এর সঙ্গে ভারতের এই সহযোগিতার সম্পর্ক পাল্টানোর সুযোগ কম। তা ছাড়া মায়ানমারে ভারতের বড় কিছু বিনিয়োগও রয়েছে, যা সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক দাবি করে। অন্যদিকে থাইল্যান্ড ও ভারতের তুলনায় নেপিডোতে বাংলাদেশের সহযোগিতামূলক উপস্থিতি ও সক্রিয়তা খুবই কম। যুক্তরাষ্ট্র তার মায়ানমার নীতিতে বাংলাদেশকে যেভাবে পেতে আগ্রহী, তার ইদানীংকালের অন্যান্য প্রত্যাশার মধ্যে সেই চাওয়ার প্রতিফলন খুঁজে থাকেন ঢাকার অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার। কিন্তু কমবেশি প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়ে বাংলাদেশ যে এখনো চিনের আশ্বাসের ওপর ভরসা হারায়নি, সেটাই এখনো দেখা যাচ্ছে। তবে মায়ানমারের অভ্যন্তরে যেভাবে দ্রুত শক্তির ভারসাম্য বদলাচ্ছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ানমার নীতির শক্তিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে চিনের তরফ থেকে মায়ানমারের প্রান্তিক প্রদেশগুলোর প্রভাবশালী গেরিলা দলগুলোর সঙ্গে জান্তার সমঝোতার যে চেষ্টা ছিল, সেটা কাজ করছে না বলেই '১০২৭' অভিযান থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল। এটা এখন প্রায় স্পষ্ট, চিনের হাতে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের কোনো সমাধান নেই। পাশাপাশি মণিপুর ও শানের সংঘাত এমন কিছু বলছে, যা বাংলাদেশের উত্তপ্ত নভেম্বর থেকে ঠান্ডা মাথায় পাঠ করার দরকার আছে। মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের ফলাফল দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভূরাজনীতির ছক আমূল পাল্টে দিতে পারে।

সৌ: প্র: আ:

মারওয়ান বিশারা

অন্তত আরব নেতাদের সরব হতে হবে

বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনে ইসরায়েল যে বড় চারটি হামলা চালিয়েছে, সে সময় আরব দেশগুলো যে রকম দুর্বল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল কিংবা অনেক ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত ছিল, এবারও তাদের মধ্যে সে ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে ইসরায়েল এবার আগের হামলাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক তৎপরতা নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। ইসরায়েলের এই নগ্ন গণহত্যা যদি এখনই বন্ধ না হয়, তাহলে তা আরব বিশ্বে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

সাধারণত আরব দেশগুলোর সাধারণ মানুষ যখন অবরুদ্ধ ২৩ লাখ ফিলিস্তিনির ওপর ইসরায়েলি হামলার জের ধরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তখনই আরব নেতারা নড়েচড়ে বসেন। যদিও ফিলিস্তিনই আরবদের প্রধান ইস্যু ছিল এবং আছে, তথাপি আরব নেতারা এই বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যে কিছু গরম বক্তব্য দেওয়া বা বকবক করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করে থাকেন।

গত ১১ অক্টোবর কায়রোয় অনুষ্ঠিত আরব লিগের বৈঠকে আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা 'উভয় পক্ষের' হামলা ও বেসামরিক মানুষ হতাহত করার বিষয়ে নিন্দা জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা দখলদারির শিকার এবং দখলদার—উভয়কেই এক কাতারে নিয়ে এসেছেন। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে একটি সর্বাধুনিক সমরসজ্জায় সমৃদ্ধ নৃশংস রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে এক পাল্লায় মেপেছেন। ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করার মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের নাকবার (ফিলিস্তিনিদের মহাদুর্যোগ) পুনরাবৃত্তি করে ইসরায়েল যখন গাজাবাসীকে তাড়া করা শুরু করেছে, তখনো তাঁরা শান্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মিনমিন করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তবে গত ১৭ অক্টোবর গাজার আল-আহলি হাসপাতালে বোমা মেরে প্রায় ৪৭০ জন সাধারণ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার পর আরব ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের মানুষ যে মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা আরব দেশগুলোকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছুটা শক্ত অবস্থান নিতে বাধ্য করেছে। এর কয়েক দিন পরই আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলার নিন্দা জানাতে এবং ইসরায়েলি হামলা বন্ধে প্রস্তাব পাস করতে জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোকে অনুরোধ করতে শুরু করেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে বেশির ভাগ দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল সে প্রস্তাবকে সামান্যতম পাত্তা দেয়নি। তারা 'বিশ্বের যা বলার আছে তা বলবে আর ইসরায়েলের যা করার আছে তা করবে' নীতি অনুসরণ করছে। তারা কোনো আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে গাজায় স্থল অভিযান চালাতে থাকে এবং ৩৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ রেখে সেখানে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। ইসরায়েল বিশ্বাস করে, আরব দেশগুলোর নেতারা নিজের স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে এতটাই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আছেন যে ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দুঃখের বিষয়, তাদের সেই ধারণা বা বিশ্বাস মিথ্যা নয়। ফিলিস্তিনের প্রতি আরবদের সমর্থন বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১৯৭৯ সালে মিসরের তৎকালীন আনোয়ার সাদাতের সরকারের সঙ্গে ইসরায়েলের শান্তিচুক্তি হওয়ার পরই সেই সমর্থন হ্রাসের শুরু হয়েছিল। এর তিন বছর পর ইসরায়েল লেবাননে দখলাভিযান চালায়। সে সময় কোনো আরব দেশ লেবাননের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। ওই সময় লেবানন পিএলওকে (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) তাদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করে। এর সূত্র ধরেই লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনে হামাসের উত্থান ঘটে।

আজকে হয়তো আরব নেতারা ফিলিস্তিনের বিষয়ে মুখ খুলতে চাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের মধ্যে খুব কম দেশেরই ফিলিস্তিন নিয়ে কথা বলা এবং কথামতো কাজ করার ক্ষমতা আছে। তবে এবার আরব নেতাদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের হয়তো মুখ খুলতেই হবে এবং তাঁরা যে তাঁদের কথাকে কাজে পরিণত করতে চান, তার প্রমাণও দিতে হবে। আর সেই প্রমাণ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আরব দেশগুলো যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তা থেকে তাঁদের পিছিয়েও আসতে হতে পারে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

গাজার এক হাজার শিশুকে উন্নত চিকিৎসা দেবে আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজাতে ইসরায়েলি নৃশংস হামলায় আহত শিশুদের মধ্যে অন্তত এক হাজার শিশুকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। বুধবার এক বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশটির প্রেসিডেন্ট।
আমিরাতের জাতীয় দৈনিক দ্য ন্যাশনালের প্রতিবেদনে বলা হয়, বুধবার দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ এবং বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা সংস্থা রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির প্রেসিডেন্ট মিরজানা স্পোলজারিকের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দেন শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।
ঘোষণায় তিনি বলেন, গাজার এই আহত এক হাজার শিশুকে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করবে আমিরাতের সরকার। এ ছাড়া এই শিশুদের পরিবারের সদস্যদেরও নিয়ে আসা হবে।
আমিরাতের রাষ্ট্রীয়বার্তা সংস্থা ওয়াম জানায়, গাজায়বেসামরিক নাগরিকদের ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে আলোচনা করেন তারা।
এ সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত গাজায়ইসরায়েলের সামরিক স্থল অভিযানের নিন্দা জানিয়ে বেসামরিক নাগরিকদের জীবন রক্ষার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

নেতানিয়াহুকে সরিয়ে দিতে চায় আমেরিকা!

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তার সহকর্মীরা গ্রহণ করেছেন এবং আমেরিকান নেতা তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন বলে প্রভাবশালী পলিটিকো পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা অস্বীকার করেছে হোয়াইট হাউস।
মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেছেন, ‘বর্ণনাটি ভুল। প্রেসিডেন্ট বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেননি। আমাদের নজর বর্তমান সঙ্কটের দিকে।’ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এ সপ্তাহে নতুন করে মধ্যপ্রাচ্য সফর শুরু করতে যাচ্ছেন। ইসরাইল-হামাস যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া আঞ্চলিক উত্তেজনা হ্রাসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ‘জরুরি পদক্ষেপ’ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি এ সফরে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার এক মার্কিন মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন ইসরাইলি সরকারের সদস্যদের সাথে বৈঠকের জন্য শুক্রবার দেশটি সফর করবেন।’ পরে হোয়াইট হাউস বলেছে, বাইডেন মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশ জর্ডানের সাথেও এ ব্যাপারে কথা বলেছে।
৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার পর থেকে ব্লিঙ্কেন একাধিকবার জর্ডান যান।
হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়, বাইডেন এবং বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ ‘সহিংসতা রোধ এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা কমানোর জন্য ‘জরুরি পদক্ষেপ’ নিয়ে আলোচনা করেন।’ বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এ দুই নেতা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে গাজার বাইরে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।
ইসরাইলি কর্মকর্তাদের দেয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী , ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইলে চালানো হামাসের ভয়াবহ হামলায় কমপক্ষে ১,৪০০ জন নিহত হয়েছে। হামাসের হামলায় নিহতদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহতের সংখ্যা ৯ হাজার ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা ৯ হাজার ছাড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের নিয়মিত আপডেটে জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর চালানো অমানবিক হামলায়– গাজায় ৯ হাজার ৬১ জন নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে শিশুর সংখ্যা হলো ৩ হাজার ৭৬০ জন।
গত ২৬ দিন ধরে গাজায় অব্যাহতভাবে বোমা ছুড়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া গত ২৮ অক্টোবর থেকে তারা স্থল অভিযানও শুরু করেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলায় ৯ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারানোর পাশাপাশি আহত হয়েছেন ৩২ হাজার মানুষ।
এছাড়া আল-শিফা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ২ হাজার ৬০০ জন নিখোঁজ থাকার তথ্য পেয়েছে। যার মধ্যে শিশু হলো ১ হাজার ১৫০ জন। এসব শিশু হয় নিখোঁজ রয়েছে অথবা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে।
শুধুমাত্র আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের হামলায় ২৫৬ জন বেসামরিক ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ১৩৫ স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
এছাড়া ইসরায়েলিরা এ সময়ের মধ্যে ২৫টি অ্যাম্বুলেন্স ধ্বংস করেছে।
দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলায় গাজার ১৬টি হাসপাতাল এবং ৩২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন– তুরস্কের অর্থায়নে পরিচালিত গাজার একমাত্র ক্যান্সার হাসপাতালটি রক্ষায় যেন তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

ইসরায়েল দখলদার, তার আত্মরক্ষার অধিকার নেই: রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: অবৈধ দখলদার শক্তি হওয়ায় ইসরায়েলের আত্মরক্ষার কোনও অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া।
বুধবার (১ অক্টোবর) হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের জরুরি বিশেষ অধিবেশনে তিনি এই মন্তব্য করেন।
ভ্যাসিলি বলেন, তারা (ইসরায়েল) কেবল একটি জিনিসই করতে পারে; আর তা হল ইসরায়েলের আত্মরক্ষার কথিত অধিকার সম্পর্কে অবিরত ঘোষণা দেওয়া। যদিও একটি দখলদার শক্তি হিসাবে ইসরায়েলের সেই ক্ষমতা নেই। কারণ ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত উপদেষ্টা মতামতের মাধ্যমে ইসরায়েলের সেই ক্ষমতা না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার নেই বলে মন্তব্য করলেও রাশিয়ার এই রাষ্ট্রদূত বলেছেন, ইসরায়েলের ‘নিরাপত্তা নিশ্চিত’ এবং ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই’ করার অধিকার রয়েছে।
তিনি বলেন, ‘ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য এবং আমরা তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকারের স্বীকৃতি দিই– এই নিরাপত্তা কেবল তখনই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা যেতে পারে, যদি আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান করতে পারি।’
ভ্যাসিলি বলেন, ‘ইহুদি লোকজন বহু শতাব্দী ধরে নিপীড়নের শিকার হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট, অন্ধ প্রতিশোধের নামে নিরীহ মানুষের প্রাণ চলে যাওয়া কখনই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কিংবা মৃতদের জীবিত করবে না বা তাদের পরিবারকে সান্ত্বনাও দেবে না। আর এই দুঃখকষ্ট যে কারও চেয়ে ইহুদি জনগণের ভালোভাবে জানা উচিত।’
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভণ্ডামির অভিযোগ করেছে রাশিয়া। পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ও দখল নিয়ে পশ্চিমা সমালোচনার কথা উল্লেখ করে ভ্যাসিলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ‘ভণ্ডামির’ অভিযোগ তুলে বলেন, একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে মানবিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে, তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে বছরের পর বছর ধরে চলা সহিংসতার অবসান ঘটাতে শেষ অবলম্বন হিসেবে বলপ্রয়োগ করছে, তখন তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে।

অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্তির শর্তে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের এ পর্যায়ে বিরতি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার (১ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে এক প্রচারণা সমাবেশে বক্তৃতায় এমন আহ্বান জানান তিনি।
আল জাজিরার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সমাবেশ চলাকালে আইনের শিক্ষক জেসিকা রোজেনবার্গ বাইডেনের বক্তব্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট, আপনি ইহুদি লোকজনের দিকে খেয়াল রাখেন। একজন ইহুদি হিসেবে আমি চাই, আপনি এখনই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান।
এ সময় বাইডেন তার দাবির জবাবে বলেন, আমার মনে হয়, এখন একটি বিরতি দরকার।
রোজেনবার্গ আবার বাইডেনের কথায় বাধা দিয়ে বলেন, কীসের বিরতি? জবাবে বাইডেন বলেন, এই বিরতির মানে, হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্তির জন্য সময় দেওয়া দরকার।
বাইডেন আরও বলেন, আমি জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে এরই মধ্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। গুরুতর আহত ও বিদেশিরা যাতে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে গাজা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে আমি মিশরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আলাপ করেছি।
বাইডেনের সামনে থেকে নিরাপত্তাকর্মীরা যখন রোজেনবার্গকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন তিনি স্লোগান দিতে থাকেন যে, এখনই যুদ্ধবিরতি চাই।
বাইডেন তার বক্তব্যে বলতে থাকেন, ইসরায়েল ও মুসলিম বিশ্ব উভয় পক্ষের জন্যই পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে পড়েছে। একদম প্রথম থেকেই আমি দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করি, কিন্তু বাস্তবতা হলো, হামাস একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। তাদের নির্মূলের প্রয়োজন রয়েছে।
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চালানো ইসরায়েলি হামলার সবচেয়ে বড় সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায়। ওই হামলার জবাবে গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। সেই হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে।
গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এমন বর্বর হামলার জেরে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠলেও, ইসরায়েলকে নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন। অসম এ যুদ্ধে শুরু থেকেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পাশে ছিলেন জো বাইডেন। যুদ্ধের পর কয়েকবার তেল আবিবেও সফর করেছেন তিনি। ইসরায়েলের সহায়তায় দুটি বিমানবাহী রণতরীসহ প্রায় এক হাজার সেনা পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন।
নেতানিয়াহুকে এমন অযৌক্তিক সমর্থনে নিজ দেশেই ব্যাপক সমালোচিত হচ্ছেন বাইডেন। প্রতিবাদের মুখে হামাসকে নির্মূলে ইসরায়েলকে দেওয়া বিশাল অঙ্কের অর্থসহায়তাও দেশটির পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটে আটকে গেছে। এমনকি, বাইডেনের এমন আচরণের জেরে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনকে ভোট না দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন আমেরিকান মুসলিমরা।

বিএনপির ডাকা টানা তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচির শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার। দেশে বিভিন্ন স্থানে আজও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। অবরোধের পক্ষে-বিপক্ষে মানববন্ধন, মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্বজুড়ে ‘সংকটে’ গণতন্ত্র: রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, বলে মনে করছে সুইডেনের স্টকহোমের একটি আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাঙ্ক। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশে গণতন্ত্রের দৃঢ়তা হ্রাস পাচ্ছে, বলে বৃহস্পতিবার এক বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ‘ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যাণ্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্টেন্স’ বা আইডিইএ। তারা বলছে, জরিপ করা ১৭৩টি দেশের মধ্যে ৮৫টিতে ‘গণতান্ত্রিক পারফরম্যান্সের অন্তত একটি প্রধান সূচক গত পাঁচ বছরে পতনের সম্মুখীন হয়েছে’। এর মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন থেকে শুরু করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কমে যাওয়া ও সমাবেশ করার অধিকার খর্ব, ইত্যাদি রয়েছে বলে জানিয়েছে আইডিইএ। প্রতিবেদনে, উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো বিষয়গুলোর মধ্যে ‘যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক গোষ্ঠী সমতা হ্রাস, অস্ট্রিয়ায়সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং যুক্তরাজ্যে ন্যায়বিচার পাওয়ায় সমস্যা’ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ‘সংক্ষেপে বললে, গণতন্ত্র এখনও সংকটে রয়েছে, সবচেয়ে ভালোভাবে বললে বলা যায় স্থবির অবস্থায় আছে এবং অনেক জায়গায়এর মান কমে যাচ্ছে,’ বলেন আইডিইএর মহাসচিব কেভিন কাসাস-জামোরা।
গণতন্ত্র ভালো অবস্থায় থাকা দেশের তালিকায় ইউরোপের অনেক দেশ থাকলেও অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্রের অবনতি হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়। আজারবাইজান, বেলারুশ, রাশিয়া ও তুরস্কের মতো দেশে গণতন্ত্রের মান ইউরোপের গড় মানেরও অনেক নীচে বলে জানিয়েছে আইডিইএ।
আইডিইএ বলছে, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। করোনা মহামারির সঙ্গে গণতন্ত্রের অবনতি সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছে তারা। তবে কাসাস-জামোরা আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘সংসদসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়লেও এটা আশা করা যায় যে, সাংবাদিক, নির্বাচন আয়োজক ও দুর্নীতিবিরোধী কমিশনারেরা কর্তৃত্ববাদী এবং পপুলিস্ট প্রবণতার বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়তে পারবেন।’

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩ মি.

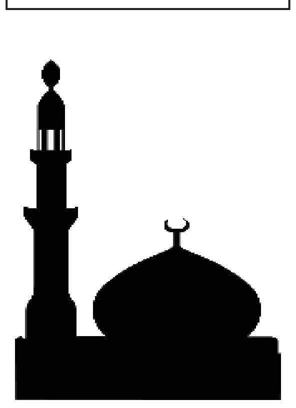

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২০	৫.৪২
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২২	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

ফিলিস্তিনে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের কাছে অস্ত্র পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করছে পিয়ংইয়ং।
বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) দক্ষিণ কোরীয় গোয়েন্দা সংস্থার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতে হামাসের কাছে ট্যাংকবিধ্বংসী রকেট লঞ্চার বিক্রি করেছিল উত্তর কোরিয়া।
এখন গাজায় যুদ্ধ চলাকালে পিয়ংইয়ং আরো অস্ত্র পাঠানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সংসদীয় কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এ তথ্য জানিয়েছেন দেশটির গোয়েন্দারা।
সংবাদমাধ্যম দ্য কোরিয়ান হেরাল্ডের খবরে বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনআইএস) পরিচালক কিম কিও-হুন আইনপ্রণেতাদের বলেছেন, তারা বিশ্বাস করেন, যুদ্ধের সুযোগ নিতে কিম জং উন ফিলিস্তিনিদের ‘বিস্তৃত সহায়তা’ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
দক্ষিণ কোরীয় কর্মকর্তাদের দাবি, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালানোর সময় হামাস যোদ্ধাদের হাতে উত্তর কোরিয়ার তৈরি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দেখা গেছে।

ইসরায়েলি দূতকে না ফেরার নির্দেশ জর্ডানের

আপনজন ডেস্ক: জর্ডানে নিযুক্ত ইসরায়েলি দূতকে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত– জর্ডানে না ফেরার নির্দেশনা দিয়েছে দেশটি। এছাড়া ইসরায়েলে নিযুক্ত নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে জর্ডান।
জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরমান সাফাদি বুধবার ইসরায়েলকে নিজেদের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।
তিনি ইসরায়েলকে এ ব্যাপারে অবহিত করে বলেছেন, তারা না বলা পর্যন্ত ইসরায়েল যেন তাদের দূতকে আর জর্ডানে না পাঠায়।

ইসরায়েল থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করল চিলি ও কলম্বিয়া

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার ওপর ইহুদিবাদী সেনাদের বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে ইসরায়েল থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করেছে ও চিলি এবং কলম্বিয়া।
গাজায়বেসামরিক মানুষ হত্যার কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে পরামর্শের জন্য দুই দেশের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করা হয়।
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ওপর ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের ২৪তম দিনে গতকাল (মঙ্গলবার) লাতিন আমেরিকার দুই দেশ এই পদক্ষেপ নেয়।
ইসরায়েলের আগ্রাসনে এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৬০০ ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন যার অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। এরমধ্যে গতকালই গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়ে ইহুদীবাদীরা ৪০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।
চিলি যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়েছে এবং গাজা উপত্যকায়মানবিক ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার কথা বলেছে। দেশটি পরিষ্কারভাবে বলেছে, ইসরায়েল যুদ্ধের নামে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে। এদিকে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো ইসরায়েলি আগ্রাসনকে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর গণহত্যা বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স পেইজে দেয়া এক পোস্টে তিনি একথা বলেন। এর আগে গতকাল বলিভিয়া ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

হজ ● উমরাহ ● জিয়ারত
মদিনা ট্রাভেলস
Gov. Reg. IV-1603-00060
গ্রাম ও পোস্ট: চৌহাটি, থানা সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯
মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭
আপনি কি ২০২৩-২৪ এ হজে যেতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন। কম খরচে উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।
গ্রীন প্যাকেজ ৯৫,০০০ টাকা
সঙ্গে বিশেষ উপহার সাইড ব্যাগ, নামাজ পাটি, সাতদানা, তসবি, মেসওয়াক, গাইড বুক এবং জমজম পানি
নর্মাল প্যাকেজ ৮৫,০০০ টাকা
আগামী ২৪ নভেম্বর গ্রুপে যাচ্ছেন সভাপতি মুফতি লিয়াকত সাহেব, শাইখুল হাদিস, যুগদিয়া ফোন: ৯৭৩৩৫৬৪২১৬
১৫-১৭ দিনের জন্য উমরাহ স্পেশাল ব্যবস্থা
সমস্ত উমরাহ ও জিয়ারত অভিজ্ঞ আলেম গাইড দ্বারা সুব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনা হোটেলে খুব কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ● ৩ টাইম বাঙালি রুচি সম্মত খাবারের ব্যবস্থা ● মক্কা ও মদিনায় সমস্ত জিয়ারত ও সাইড সিনের ব্যবস্থা
কম খরচের জন্য যোগাযোগ করুন: আরিফ ভাই (কলকাতা, জাকারিয়া স্ট্রিট) 9339679880 ● মাস্টার হাজি আবু তাহের (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ) 9609448374 ● মাও. মহাসিন (গঙ্গাসাগর) 7060116520 ● হাজি নুর মহম্মদ (পাগলাচণ্ডী, পলাশি, নদিয়া) 8900022965 ● মাও. সফিক (উত্তর ২৪ পরগনা) 7602158791 ● মাস্টার আব্দুল্লা সরদার (নজরুল সরণী, বারুইপুর) 9836750475 ● ডা. সফিউল্লা (রায়দিঘি, কৌতলা) 8972989711 ● হাফেজ হাবিবুর রহমান (কামালগাজি) 993390506 ● হাজি আব্দুর রহমান (খাসমল্লিক) 8748607392

প্রথম নজর

নির্মাণের প্রায় সাত মাসের মধ্যে বিকল জলাধার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের জলধার নির্মাণের প্রায় সাত থেকে আট মাসের মধ্যে বিকল অবস্থা। জলধার থেকে পড়ছে না একফোটাও পানীয়জল। ফলে বাধ্য হয়ে নল কূপের জল ব্যবহার করছেন স্থানীয় লোকজনেরা। আর এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে নারাজ নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুকুন্দ সরকার।

জানা গেছে, মালদার মানিকচকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লালবাথানি এলাকায় নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায়২ লক্ষ্য ৯৯ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল আর্সেনিকমুক্ত পানীয়জলধার। স্থানীয়দের অভিযোগ, এক বছর কাটতে না কাটতেই বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে আর্সেনিক মুক্ত পানীয়জলাধারটি। যার ফলে জল তেষ্টা পেলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় লোকজন থেকে পথ চলতি সাধারণ মানুষদের। বাধ্য হয়ে আবার অনেকে নলকূপের জল পান করছেন।

স্থানীয়বাসিন্দাদের দাবি, নির্মাণীয়মান জলাধারটি সংস্কার করা হক। যদিও এ বিষয়ে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুকুন্দ সরকার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি

হারিয়ে যাওয়া ৩৪৪ টি ফোন উদ্ধার পুলিশের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিভিন্নভাবে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলো মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের 'প্রয়াস' কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন থানায়মোট ৩৪৪ টি মোবাইল ফোন আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ফোন ফেরত পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ 'প্রয়াস' কর্মসূচির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ফোন উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া হয় আসল মালিকের হাতে। এর আগে ১৫টি দফায় মোট ৩৮৬৯ টি মোবাইল ফোন ফেরত দেওয়া হয়েছে। এবারে ১৬তম দফায়আরো ৩৪৪টি ফোন ফেরত দেয়া হল।

লাগাম ছাড়া পেঁয়াজের দাম, পথে টাস্ক ফোর্স

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: পেঁয়াজের ঝাঁজের বদলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দামের আর তার জেরেই মধ্যবিত্তের চোখ জল দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় পথে নামল পশ্চিমবঙ্গ টাস্কফোর্স। স্থানীয় থানাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বাজারে অভিযান চালালো রাজ্যের টাস্কফোর্স। টাস্কফোর্সের তরফে বৃহস্পতিবার সকাল সকাল উত্তর শহরতলির বিভিন্ন বাজারে হানা দেওয়া হয়। সেখানে হানা দিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে পেঁয়াজ সহ আলু, আদা, রসুন দোকানদাররা কত দাম কিনছে কত দামে বিক্রি করছে তার খোঁজ নেন। পাশাপাশি সব্জী কত বিক্রি হচ্ছে তাও জানতে চান তারা। এদিন সকালেই টাস্কফোর্সের সদস্যরা পৌঁছে যান দমদম নাগেরবাজারে। সেখানকার বাজারে হানা দিয়ে মূলত পেঁয়াজের দাম জানার চেষ্টা করেন। তার সাথেই আলু আদা রসুন ও বাকি সব্জির দামের খোঁজ নেন তারা। এরপরেই তারা হানা দেন বাগুইআটি বাজারে। সেখানেও পেঁয়াজ থেকে শুরু করে সমস্ত সব্জির দামের খোঁজ নেন তারা। এদিন টাস্কফোর্সের সদস্যরা জানান, মহারাষ্ট্র রাজস্থানের পেঁয়াজের উপরে ভরসা করতে হয়। সেই পেঁয়াজের উপর কেন্দ্রীয়সরকার অতিরিক্ত রপ্তানি কর বসানো ওই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট করছে তার ফলে একটা সঙ্কট তৈরি হয়েছে। যা আগামী দশ পনেরো দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সাথে বঞ্চনা করছে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোঅপারেটিভ সংস্থা ও আরও একটি সংস্থা রিটেলে বিক্রি করছে ৩০ টাকায় কিন্তু এখানে বিক্রি করছে ৫০ টাকায়, এটা হওয়া উচিত না। আমরা বিষয়টি মুখ্য সচিব ও সরকারের অন্যান্য আমলাদের জানাবো তার যেন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দফতরের সঙ্গে কথা বলতে। প্রাইভেট পেঁয়াজ নেই, সবই সরকারি পেঁয়াজ। সেই পেঁয়াজ ৫০টাকায় কিনে রিটেল মার্কেটে ৬০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় পেঁয়াজ ১০০ টাকাতে বিক্রি হচ্ছে। এটা হওয়া উচিৎ না। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহর ছাড়াও জেলাতেও অভিযান চলবে।

গুণীনের কাছ থেকে পালিয়ে রক্ষা যুবকের

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: কামড় দিয়েছিল কেউটে সাপ। সাপের কামড় খেয়ে গুণীনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেখানের পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় যুবক।ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রবাতজোরে প্রাণে বেঁচে যায়।বুধবার এমন ঘটনা ঘটছে ক্যানিং থানা এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের মধ্য ডেভিসাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ হোসেন ঘরামী। বুধবার সকালে ধানজমি দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন। সেই সময় তার পায়ে একটি বিষধর কেউটে সাপ কামড় দেয়।যদিও কি কামড় দিয়েছে তা দেখতে পাননি। এরপর তড়িঘড়ি স্থানীয় এক গুণীনের কাছে হাজীর হয়। গুণীন তার কেরামতি দেখানোর কাজ শুরু করে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে গুণীনের কাছ থেকে পালিয়ে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হয়। শুরু হয় চিকিৎসা।

হাসপাতালের তরফে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৩০ টি দেওয়া হয়। বর্তমানে সুস্থ ওই যুবক।ঘটনা প্রসঙ্গে ফিরোজ হোসেন ঘরামী জানিয়েছেন,বিশ্বাস করে গুণীনের কাছে গিয়েছিলাম। ভুল বুঝতে পেরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গুণীনের কাছ থেকে ফিরে হাসপাতালে যাই।অন্যদিকে কালিকাপুর এলাকার গৃহবধু অনিমা মন্ডল রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় তাকে একটি চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়।পরিবারের লোকজন প্রায় দুঘন্টা সময় অতিবাহিত করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য।

এমন ঘটনায় হতবাক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়। তিনি জানিয়েছেন,একজন গুণীনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আর অপর জন দুঘন্টা সময় নষ্ট করে হাসপাতালে এসেছেন। দুটি ঘটনাই দুঃখ এবং উদ্বেগজনক।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে কলকাতায় একাধিক প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ও গণডেপুটেশন

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিলিস্তিনের সমর্থনে ও ইহুদিবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে একাধিক প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । এ দিন সকালে বঙ্গীয়ইমাম পরিষদ সহ ১৯টি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরিকান দুতাবাস অভিযান ও গণডেপুটেশানের আয়োজন করা হয়৷ ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং মার্কিন মদতে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা বন্ধের দাবিতে শহরে ওই প্রতিবাদ মূলক কর্মসূচির আয়োজন করে সংগঠনের কর্মকর্তারা ৷ আমেরিকান সেন্টারের কনসুলেট জেনারেলকে দেওয়া স্মারকলিপিতে প্রতিবাদী সংগঠনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন স্বৈরাচারী সন্ত্রাসী ইসরাইলকে আমেরিকা সরকার যুদ্ধাস্ত্র সহ সার্বিক সাহায্য করছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি ইসরাইলকে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করার জন্য রইসউদ্দিন পুরকাইত, শরদিন্দু সরকারদের পক্ষ থেকে লিখিত দবি জানানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিভিন্ন গণসংগঠনের সমন্বয়ে আয়োজিত কলকাতা রানী রাসমণি অ্যাভেনিউয়ের সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্বর হামলা ও গণহত্যার ঘটনা তুলে ধরে তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান ৷ মজলুম ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে এ দিন কলকাতার রামলীলা ময়দান থেকে প্রতিবাদ মিছিল করেন বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ব ও তাদের অনুসারীরা ৷

উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিন, জমিয়তে উলামায়ে বাংলার রাজ্য সভাপতি ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী প্রমুখ ৷

বৃহস্পতিবার উভয়কর্মসূচিতে প্রতিবাদী জনতার মিছিলে ইসরাইলের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে । 'ইসরাইল তুমি হুঁশিয়ার', 'ইসরাইলের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও', 'অবিলম্বে ইসরাইলকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগান দেওয়া হয় । এ সময়ে প্রতিবাদী জনতা কার্যত উত্তাল হয়ে ওঠে ।

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সরব 'ফ্রেন্ডস অফ প্যালেস্টাইন'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফিলিস্তিনে অবিলম্বে ইসরায়েলের যুদ্ধ বিরতির দাবিতে সোচ্চার হল 'ফ্রেন্ডস অফ প্যালেস্টাইন'। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে গর্জে উঠলেন এই অরাজনৈতিক শান্তিকামী ফোরামের সদস্যরা।

ফোরামের আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ বলেন, গাজায় যা হচ্ছে তার সূত্রপাত ৭ অক্টোবর ২০২৩ নয়। ইসরায়েল এর শুরু করেছিল ১৯৪৮ সালের ১৪ মে। বিগত সাড়ে সাত দশক ধরে গাজা তথা ফিলিস্তিনিদের ওপর পাশবিকতা ও বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করে শরণার্থী ও উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে তারা। হামাস মানে জঙ্গি নয়, হামাস মানে হল প্রতিরোধ। তাঁর কথায়, হিটলার ও নরেন্দ্র মোদির রাজনীতিক দর্শন একই। যদিও হিটলার ছিলেন ইহুদি নিধনকারী, আর মোদির পলিসি সম্পূর্ণ উল্টো। অধ্যাপক রতন খাশনবিস বলেন, ১৯৪৮ সালে বেইনসাফি করে ইজরায়েলকে অবৈধ রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের বুক চিরে বসিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা, ব্রিটেন। তাঁর মতে, হামাসকে পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু গাজায় তো শুধু হামাসের লোকরাই থাকে না। হামাসের অজুহাতে সেখানকার নিরীহ মানুষজনকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে কোন যুক্তিতে। গাজাবাসী কোথায় যাবে? বিশ্বের সবথেকে ঘনবসতিপূর্ণ উপত্যকা গাজা। যাকে আজ বিশ্বের সবথেকে বড় উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। অথচ দুঃখজনক হল নরেন্দ্র মোদিও অত্যাচারী ও গণহত্যাকারী ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব বিবেকবান মানুষকে তিনি এর প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ভারত বরাবর ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও সংহতির পক্ষে। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল ভারত বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। এটা দেশের রাজনীতির চরম দক্ষিণপন্থী বাঁক। তাঁর কথায়, ভারতের মানবিক অবস্থান নেওয়া উচিত ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারক ও মাইনোরিটি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন্তাজ আলি শাহ বলেন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী থেকে বাজপেয়ী পর্যন্ত ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিলেন। ১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেনা পাঠিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র করতে সর্বাত্মক সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু আজ নরেন্দ্র মোদি ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পক্ষে নেই। তিনি উল্টো পথে হাঁটছেন। শিখদের প্রতিনিধি সোহন সিং আতিয়ানা বলেন, গাজা ও পশ্চিমতীরকে এমনভাবে দু-টুকরো করা হয়েছে যে, তারা ভৌগোলিক দিক থেকে কখনও এক হতে পারবে না। কারণ, মাঝখানে বসে রয়েছে ইসরায়েল। দীপংকর বসু বলেন, গাজাবাসীকে দক্ষিণাঞ্চলে চলে যেতে বলা হচ্ছে। সবকিছু ছেড়ে তারা কেন যাবে? ইমামে ঈদায়েন ক্বারী ফজলুর রহমান বলেন, ইসরায়েল রাষ্ট্র কীভাবে তৈরি হয়েছিল, তা আমরা কমবেশি জানি। এখন জানতে হবে, ইসরায়েলকে কেন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এনে বসানো হয়েছিল। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে কেন মধ্যপ্রাচ্যের বুকের ওপর ইহুদিদের আবাসভূমি করে দেওয়া হল। জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সেক্রেটারি শাদাব মাসুম জানান, আগামীকাল শুক্রবার ৩ নভেম্বর জুম্মার নামাযের পর বেলা দুটো নাগাদ কলকাতার ধর্মতলাস্থিত টিপু সুলতান মসজিদের পিছনে ও স্টেটসম্যান অফিসের সামনে জমায়েত হবে এবং সেখান থেকে প্রতিবাদী মিছিল বের হবে।

কালীপুজো উপলক্ষে সভা দেগঙ্গা থানায়

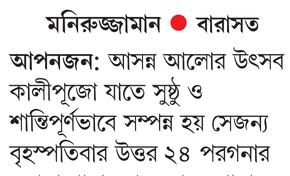

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: আসন্ন আলোর উৎসব কালীপূজো যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থানার পক্ষ থেকে থানা এলাকার সকল পুজো কমিটি, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় থানায়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,দেগঙ্গা থানার আই সি শ্যাম প্রসাদ সাহা, দেগঙ্গা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সৌমিত্র গঙ্গোপাধ্যায়,থানার মেজবাবু শুভাশিস চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সদস্য ঊষা দাস সহ আরও অনেকে।সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে মফিদুল হক সাহাজি বলেন, গতবারের ১২১ টির সঙ্গে এবার নতুন ১৬ টি, দেগঙ্গা থানা এলাকায় মোট ১৩৭ টি দুর্গাপূজো কমিটি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা করে পেয়েছে। এই ১৩৭ টির মধ্যে ৬ টি মহিলা পরিচালিত পূজো।এরজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। এই টাকা পাওয়ায় আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গাপূজো হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খড়্গপুরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বাম বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ফিলিস্তিনে নিরীহ মানুষের ওপর মার্কিন মদতে ইজরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে , মোদী সরকারের জোট নিরপেক্ষ নীতি জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রতিবাদে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে খড়্গপুর শহরের প্রেমবাজার এলাকায় সিপিআইএম এর খড়্গপুর শহর শহর দক্ষিণ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মিছিল সংগঠিত হলো। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এই মিছিলে দলীয় কর্মী সমর্থকরা এবং বামপন্থী গণসংগঠন সমূহের কর্মীরা অংশ নেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম নেতা অমিতাভ দাস, স্মৃতিকণা দেবনাথ, সবুজ ঘোড়াই সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য সবুজ ঘোড়াই।

সামশেরগঞ্জে বোমা-বারুদ সহ গ্রেফতার বিকাশ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও বড়সড় সাফল্য সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের। বারুদ এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার মধ্যরাতে সামশেরগঞ্জ থানার হাসুপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় এক ব্যাক্তিকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম, বিকাশ মন্ডল (৩৮)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার হাসুপুর গ্রামে। ধৃত ওই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় আড়াই কেজি বোমা তৈরির মসলা বারুদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বোমা তৈরীর যাবতীয় সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে বোমা তৈরীর মশলা এবং যাবতীয় সরঞ্জাম বাড়িতে মজুত রেখেছিল ওই ব্যক্তি তা তদন্ত করে দেখছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

উত্তর কোলড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় দস্তারবন্দি জলসা

হেদায়েতুল্লাহ খান ● কোলড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার উত্তর কোলড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল ৫৮তম দস্তরবন্দী জলসা ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন সকাল থেকে মাদ্রাসার সিনিয়ার বিভাগ ও হিফজ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্বেরাত ও গজল এবং দুয়া মাসনুন প্রতিযোগিতা চলে। বিকাল থেকে শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের মুকালামা তথা ইসলামি সংস্কৃতি প্রচারমূলক নাটক। সন্ধার পর শুরু হয় ২০২৩ সালে মাদ্রাসার আলিম পরিক্ষায় ১৮জন কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও সভাপতি ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আবু তাহের সিদ্দিকীর মাধ্যমে মাদ্রাসার ৩ জন হিফজ সম্পন্ন ছাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুফিয়ান জমাদার, মোজাফফার সর্দার, ও সামিদুল মিস্ত্রিকে দাস্তারবন্দী তথা পাগড়ি ও সনদ প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট আব্দুল হামিদ খান, সহকারী প্রধান আব্দুল হাই গায়েন, হিফজ শিক্ষক আব্দুল হাফিজ, হাফেজ সেখ সুজাউদ্দিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাদ্রাসার সম্পাদক আলাউদ্দিন লস্কর, সহকারী সম্পাদক হাজি আখতার সভাপতি হাজি সাইমুদ্দিন লস্কর ও সহকারী সভাপতি শাহাবুদ্দিন মল্লিক।

জল নিকাশি, পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে নজর দিতে চায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালিয়াচক-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের আহ্বান করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের টাকা বকেয়া রেখেছে। সেই টাকা ফেরত এর জন্য অভিষেক ব্যানার্জি লড়াই আন্দোলন করছেন। দিল্লিতে আন্দোলন করেছেন এখনো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এটাকে রাজনীতি হিসেবে দেখছেন বিজেপি অন্যান্য কিছু দল। কিন্তু ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য বকেয়া সকলেই পাবেন যারা এই কাজ করেছেন। এই টাকা শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস নিজের জন্য আন্দোলন করছে না। সব দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্যর জন্যই লড়াই করছেন সংসদ অভিষেক। কেন্দ্রের বিজেপির আইটি সেল একতরফা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমাদের ভরসা সোশ্যাল মিডিয়া। সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাদের কথা তুলে ধরুন। এছাড়াও কালিয়াচকের জল নিকাশি সমস্যা, পানীয় জল, যানজট, শৌচাগার সহ মানুষের দৈনন্দিন কিছু সমস্যা উঠে আসে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুতি শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস চাই সকলেই উন্নয়নের পাশে দাঁড়ান। অদূর ভবিষ্যতে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হবে আশা প্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কালিয়াচক-১ ব্লক সভাপতি সামিজুদ্দিন আহমেদ ওরফে রাহুল। সাংবাদিকদের কাছে এলাকার যে সমস্যা রয়েছে সেগুলো তুলে ধরার উপর আলোকপাত করেন সভাপতি। সাংবাদিকদের কলম অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে পারে তাই সাংবাদিকরা অনেক কিছু সমস্যা তুলে ধরতে আশা প্রকাশ করেন সামিজুদ্দিন। এদিন উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাসলিমা খাতুন, বিধায়ক আব্দুল গণির প্রতিনিধি আব্দুল আজিজ, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মদক্ষ আব্দুর রহমান , সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কামাল শেখ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে নেতৃত্ব।

মগরাহাটের নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: রাজ্যের প্রায় সব জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের আধিকারিককের বিদায় সংবর্ধনা ও নতুন জায়গায় দায়িত্ব গ্রহণের পর্ব চলছে। উল্লেখ্য, পুজোর আগে নবান্ন থেকে ৫০০-রও বেশি পদধিকারীকে রদবদল করা হয়৷ সেই নির্দেশিকায় নাম রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পঞ্চাশেরও অধিক বিভিন্ন পর্যায়ের আধিকারিকের। তালিকায় রয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডিওদের পাশাপাশি রয়েছেন জেলার গুরুত্বপূর্ণ পদধিকারীরা।

মগরাহাট দু'নম্বর ব্লকের বিডিও শেখ আব্দুল্লাহকে বদলি করা হয়েছে বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া ব্লকে ও সবং থেকে তুহিন শুভ্র মোহান্তি এসেছেন মগরাহাট দু নম্বর ব্লকে। বৃহস্পতিবার মগরাহাট প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সাংবাদিকরা। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও সন্দীপ দাস, মগরাহাট প্রেসক্লাবের সভাপতি ওবাইদুল্লা লস্কর, সম্পাদক ওয়ারিশ লস্কর, জেলা সাংবাদিক মনজুর আলম গাজী প্রমুখ।

প্রথম নজর

হাওড়ায় পৌর সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: উদ্বোধনের মাত্র চার মাসের মধ্যেই হাওড়ায় পৌর সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা। অথচ সেই খবর নেই খোদ পুরনিগমের কাছেই। এনিয়ে উদ্যোগ নেওয়া তো দূর অস্ত হেলদোলই নেই কারও। চার মাস আগে উদ্বোধন হওয়া হাওড়া পুরনিগমের স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিণত হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। অভিযোগ, বাইরে মদের ঠেক চলছে।

আর এদের আতঙ্কে দুপুরেই তালা ঝুলিয়ে চম্পট দিয়েছেন চিকিৎসক। এমতাবস্থায় রোগীদের এসে ফিরে যেতে হচ্ছে বলেও দাবি উঠেছে। আরও স্বাস্থ্য কেন্দ্র জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল থেকে স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া কাফ সিরাপের শিশি। খোদ চিকিৎসকই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে অভিযোগ। নেই কোনও নিরাপত্তারক্ষীও। এখানে নেই কোনও সরকারি স্টাফ। হাওড়া পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিত্যধন মুখার্জী লেনের শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমন বেহাল পরিস্থিতি দেখে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দামি দামি যন্ত্রাংশ এখন ধুলো পড়ে নষ্ট হতে বসার উপক্রম হয়েছে। চিকিৎসক ছাড়াও তিন থেকে চার জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও দেখা মেলেনা কারও। এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কারের দায়িত্ব পুরসভার সাফাই কর্মীদের উপর থাকলেও শেষ কবে পরিষ্কার হয়েছে তা জানেননা কেউই। স্থানীয়দের অভিযোগ বাইরে থেকে মদ্যপ যুবকরা এসে আস্তানা গড়ে সেখানেই। এমনকি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গেট চুরি করে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভেঙেও ফেলেছে তার বেশ কিছুটা অংশ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে কিছুই জানেন না হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী।

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র-পদযাত্রা

সজিবুল ইসলাম ও রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: ছাত্র সংগঠন এসআইও মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষ থেকে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়নের দাবিতে বিশাল পদযাত্রা ও ছাত্র সমাবেশ আয়োজিত হল। এদিন টেক্সটাইল মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড অতিক্রম করে স্কোয়ার ফিল্ডে শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে এক ছাত্র সমাবেশের মাধ্যমে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। সব মিলিয়ে প্রায় ২ হাজার ছাত্র আজকের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এসআইও অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি রামিস ইকে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র সমাবেশে তিনি বলেন, "মুর্শিদাবাদ জেলার মতই সারা দেশে যেখানেই সংখ্যালঘু বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বসবাস সেখানেই শিক্ষা সহ সার্বিক দিক থেকে উন্নয়নের প্রতি সরকারের উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আন্দোলন শুধু এসআইও'র আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন সংখ্যালঘুদের অধিকারের আন্দোলন, এই আন্দোলন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকারের আন্দোলন, এই আন্দোলন সমস্ত জেলাবাসী, রাজ্যবাসী ও দেশবাসীর আন্দোলন। এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক আব্দুল ওয়াকিল বলেন, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যে আশা নিয়ে শুরু হয়েছিল, বর্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সবমিলিয়ে নেমে এসেছে এক কালো অন্ধকার। আমরা চাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই বঞ্চনার অবসান হোক। এসআইও উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক জেলাবাসীর সাথে বঞ্চনা করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন কমেটির কনভেনর মতিরুল রহমান সেখ বলেন, ২০২১ সালে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু হওয়ার পর জেলাবাসীর মাঝে এক বিরাট আশা সঞ্চার করে, কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়নানাবিধ পরিকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত। নতুন পরিকাঠামো তৈরি হওয়া দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কোনও কাজই শুরু হয়নি, নেই স্থায়ী উপাচার্য, শিক্ষাদানের জন্য নেই স্থায়ী অধ্যাপক। সলিডারিটি ইয়ুথ মুভমেন্টের রাজ্য সহ-সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল বলেন, সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই জেলার বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অন্য জেলায় গিয়ে হোস্টেল কিংবা মেসে থেকে পড়া চালিয়ে যাওয়ার মতো আর্থিক সংস্থান নেই। তাই অকালে ঝরে পড়ে উন্নত মেধা, ঘটে ভবিষ্যতের অকাল মৃত্যু। জামাআতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডাঃ মশিহুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত এবং এই জেলার অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত সমস্যার বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সমাধানের উদ্দেশ্যে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দ মুর্শিদাবাদের জেলা নাজিম শামসুল আলম, এসআইও দক্ষিন মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি তৌসিফ আহমেদ ফাইসাল, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন কমিটির সহাকারী কনভেনর মুসান্না আল মুত্তাকী এবং অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায় আসায় বিক্ষোভ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে আসছেন প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের নিমতিতা এলাকার ৪৬ নং শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি জানাজানি হতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে রঘুপতি সরদার নামে ওই প্রধান শিক্ষককে স্কুলে তালা বন্দি করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তারপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা মদ খাওয়ার অভিযোগ করলেও এবিষয় নিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে স্কুলের সহ শিক্ষকদের দাবি, বেশ কিছুদিন থেকেই মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন ওই প্রধান শিক্ষক। স্বাভাবিক কারণেই তার অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যদিও মদ খাওয়ার বিষয়টি তারা জানেন না বলেই দাবি করেন সহ শিক্ষকরা। স্থানীয় নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তাহেরুল ইসলাম জানান, প্রধান শিক্ষক মানসিক ভারসাম্যহীন। সেই কারণেই সমস্যা হয়েছিলো। দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি ঔষধ খাচ্ছেন। ওই শিক্ষক মদপান করেনি বলেই দাবি করেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জলে তলিয়ে গেল দুই শিশু, শোকাচ্ছন্ন গ্রাম

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই শিশুর। গতকাল বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার ছোটশোল গ্রামে। মৃত দুই শিশুর নাম দেবদূত মুর্মু ও গুরুপদ মুর্মু। মৃত দুই শিশুর বয়সই সাত বছর। বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার ছোটশোল গ্রামের এক বাসিন্দার বাড়িতে গতকাল একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রতিবেশী দুই পরিবারের দেবদূত ও গুরুপদ মুর্মু নামের দুই শিশু সহ গ্রামের অন্যান্য শিশুরা স্থানীয় একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। স্নান করার সময় শিশুগুলির মায়েরাও সঙ্গে ছিলেন। পুকুরে স্নান করার সময় দেবদূত ও গুরুপদ নামের দুটি শিশু কোনোভাবে পা হড়কে গভীর জলে পড়ে যান। অন্য শিশুরা পরিবারগুলিকে তলিয়ে যাওয়ার খবর দিলে পরিবার দুটির লোকজন ও অনুষ্ঠানে আসা আত্মীয়রা পুকুরের জলে তল্লাশি শুরু করেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দুই শিশুকেই উদ্ধার করে বিকেলের পর আমডাংরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দুই শিশুকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে ছোটশোল গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরীক্ষা নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের সভা বারাসতে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা ২০২৪-এর জন্য জেলা পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসাতে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সবরকমের বন্দোবস্ত রাখা হচ্ছে। মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দিনের নেতৃত্বে আধিকারিকরদের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকারাও অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সবরকমের প্রস্তুতি সারা হচ্ছে বলে জানান বোর্ড সদস্য একেএম ফারহাদ। চলতি শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ১৭ টি পরীক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে জানা যায়। এদিনের আলোচনায়উপস্থিত ছিলেন ডি আই কৌশিক রায়, এ আই মৌসুমী ম্যাডাম,বোর্ড সদস্য মোঃ মোজাফফর হোসেন, মোঃ ইব্রাহিম গায়েন, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নুরুল হক বৈদ্য,নুরুল হক,সওকত হোসেন পিয়াদা, মোঃ আব্দুর রউপ মোল্লা,আসাদুজ্জামান মন্ডল, মোঃ আতিয়ার রহমান, সেখ আশরাফ হোসেন প্রমুখ।

দলের টিকিট দেওয়া নিয়ে বিস্ফোরক বিধায়ক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর বিজয়সম্মেলনী অনুষ্ঠানে দলের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভরা মঞ্চে দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের সামনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন তেহট্ট বিধানসভা তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে বিজয়সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস সহ তৃণমূলের এক ঝাঁক শীর্ষ নেতৃত্ব। যদিও একের পর এক নেতৃত্ব বক্তব্য দেওয়ার মাঝে বক্তব্য রাখেন তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহা, এরপর তার ক্ষোভ ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। ভরা মঞ্চে নির্বাচনী টিকিট দেওয়াকে কেন্দ্র করে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরলেন। দলের মধ্যে শুধু ঠেলাঠেলি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন গুরুক্ষেপ নেই দলের নেতৃত্বদের একজন বিধায়ক কে দলের নিচু তলার কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে জিজ্ঞাসা বাদ করে,কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারি না, এটা তো ঠিক নয়।যদিও ভরা মঞ্চে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলতেই তাপস সাহাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও পড়া মঞ্চে তার অভিযোগ তুলে ধরা নিয়ে সকলের সামনে ক্ষমা প্রার্থনা করেন বিধায়ক তাপস সাহা। তবে বিজয়সম্মেলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হঠাৎই যে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করবেন তাপস সাহা এটা দলেরই কাছে ছিল অজানা। তাহলে কি জেলা নেতৃত্বের দলের প্রতি গাফিলতির কারণে গোপনেই বাড়ছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, সবটাই সময়েই জানা যাবে।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যেগে ধনীয়াখালী থানার ব্যবস্থাপনায় ধনীয়াখালী গ্রামীণ নার্সিং হোমের সহযোগিতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল।

অনুষ্ঠান থেকে গাড়ি চালকদের, রাজ্য সরকারের সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রোগ্রামের সচেতনতামূলক প্রচার প্রচার করা হয়। শিবিরে প্রায় দুইশতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিসেবা গ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালি বিধানসভার বিধায়ক অসীমা পত্র, হুগলি জোনাল ডি এসপি প্রিয়ব্রত বক্সি, ধনিয়াখালি থানার ওসি অভিষেক চ্যাটার্জী সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

দলের পরাজয় কেন, প্রশ্ন রেখে নেতৃত্বদের সতর্ক করলেন কাজল সেখ

আজিম সেখ ● রামপুরহাট
মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: বৃহস্পতিবার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের সমস্ত তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় এবং বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক (কাজল শেখ), বীরভূম জেলা আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও তৃণমূল কর্মীরা।

এদিন বিজয়া সম্মেলনের সভা থেকেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিগত পঞ্চায়েত ভোটের মতোই সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। এই সভার মঞ্চে থেকে ডঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রামপুরহাট ১ নং ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি মানপত্র তুলে দেন কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নব পঞ্চায়েত সভাপতি তপন কুমার মন্ডলের হাতে। এদিনের সভায় রামপুরহাট ১ নং ব্লকের সমস্ত অঞ্চলের সভাপতি এবং ব্লকের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে কড়া বার্তা দেন দলের মধ্যে থেকে কোনরকম দলবিরোধী কার্যকলাপ এবং বিবাদ বরদাস্ত করা যাবে না। অন্যদিকে সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্লকের ছ'টি পঞ্চায়েতের মধ্যে তিনটি পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাত ছাড়া কেন হল। সেই প্রশ্ন রেখে ব্লক নেতৃত্বদের সতর্ক করে গেলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। এদিন দুপুরে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের নওয়াপাড়া হাই স্কুলে তৃণমূলের কর্মীদের নিয়ে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায় সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই মঞ্চ থেকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কাজল শেখ বলেন, সুখে দুখে বিরোধীরা মানুষের পাশে থাকে না। তবুও বিরোধীরা তৃণমূলকে পরাজিত করে জয়ী হলো। এর জন্য দায়ী কে। যারা গ্রামে, অঞ্চলে, ব্লক বা উচ্চ স্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা কি দায়ী। আগামী দিনে নেতৃত্বদের চলার পথ ঠিক করে নিতে বলেন। একই ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়থেকে শিক্ষা নিতে বলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। এদিন বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠান শেষে নওয়াপাড়া অঞ্চলের বাঁকার পাহাড় এবং গোকুলপুর গ্রাম থেকে প্রায়এক হাজার কর্মী সমর্থক বাম কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ছিলেন কাজল শেখ , সাংসদ শতাব্দী রায়, বিধায়ক অশোক চ্যাটার্জী, ত্রিদিব ভট্টাচার্য।

বোলপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: জনস্বার্থ বিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে এদিন বীরভূমের বোলপুরে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ বামেদের। আন্দোলনকে ঘিরে উত্তেজনা ইলেকট্রিক অফিস চত্বরে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারি করণের নয়া কৌশল আনছে। নয়া বিদ্যুৎ নীতি সমর্থন করছে রাজ্য সরকার। বিদ্যুৎ বিভাগের এধরনের জনস্বার্থ বিরোধী স্মার্ট মিটার কার্যকর হলে কৃষি প্রধান দেশে। কৃষি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের বিপদের সীমা থাকবে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নয়া কৌশল কেন্দ্রীয় সরকারের। তারই প্রতিবাদে বামেদের বিক্ষোভ। বামেদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ভাবে জানানো হয়েছে। তাদের দাবি না মেনে নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে।

সিউড়িতে বাম বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: স্মার্ট মিটার প্রকল্প চালুর প্রতিবাদে সিপিএম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ ও জেলা বামফ্রন্টের ডাকে বৃহস্পতিবার জেলা সদর সিউড়িতে অবস্থিত জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও জমায়েত হয়। পরে উক্ত দপ্তরের আধিকারীকের মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন প্রদান করেন।বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ জেলা নেতা বলরাম চ্যাটার্জী, জেলা বিদ্যুৎ কর্মচারী আন্দোলন নেতা নিলয় ঘোষ, সিটু জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক এবং জেলা কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান।
ছবি ও তথ্য: সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ

ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান শহরকে দুর্ঘটনা মুক্ত করতে বর্ধমানে বাদশাহী রোড জি টি রোডে আজ ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম উদ্বোধন করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে । উদ্বোধন করলেন ডিএসপি ট্রাফিক ২ রাকেশ কুমার চৌধুরী। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বর্ধমানের বিখ্যাত রামপ্রসাদ লস্যির কর্নধার ধনু কুমার সাউ। ধনু কুমার সাউ বলেন জনগণের স্বার্থে তারা বিভিন্নভাবে মানুষের জন্য কাজ করছেন। বর্ধমান পুলিশ শহরকে যানজট মুক্ত ও দুর্ঘটনা মুক্ত করার চেষ্টা করছে। এরকম মহৎ কাজে পুলিশকে সাহায্য করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডিএসপি ট্রাফিক রাকেশ চৌধুরী বলেন, বর্ধমানে শহরে বিভিন্ন প্রান্তে এইরকম ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। তাতে এই শহরে অনেকটা দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে । আগামী দিনে বর্ধমানকে আরো গতি যুক্ত করতে তারা কাজ করে যাবেন।

বসে আঁকা প্রতিযোগিতা

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের মহেশপুর গ্রামের "হিন্দু মিলন মন্দির" প্রাঙ্গণে ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল, বসে আঁকা ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। অতিথি বরণের দায়িত্ব ছিলেন ছাত্রী পৌলমি। মহেশ পুর হিন্দু মিলন মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহেশপুর প্রণব যাত্রা ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় গ্রামবাসীদের সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। স্থানীয়ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করে। পরীক্ষক ছিলেন অমিতাভ মণ্ডল, তপন দে, সুস্মিতা সুত্রধর। সঞ্চালক ছিলেন অক্ষয়কুমার বাগ্দী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য জিয়ারুল ইসলাম এবং ইন্দাস-২ এর জি পি প্রধান বাসুদেব দে। এছাড়াও ছিলেন হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক তপন চক্রবর্তী, লক্ষ্মী পুজো কমিটির সম্পাদক স্বপন কুমার সরকার,

বাজি বিক্রেতাদের নিয়ে শিবির

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: বৃহস্পতিবার হুগলির জেলায় বাজি বিক্রেতাদের নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডানকুনি থানার আই সি তাপস সিংহের উদ্যোগে। সকালে হুগলির চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডানকুনি থানার আই সি তাপস সিংহের উদ্যোগে। ডানকুনি পৌরসভার এলাকার ডানকুনি থানার অন্তর্গত বেশ কয়েকশো বাজি বিক্রেতা এই শিবিরে অংশ নেন। মূলত শব্দ ও দূষণ বাজির উপর সচেতন করবার জন্যই এই

সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন আই সি ডানকুনি থানা তাপস সিংহ। সচেতনতা শিবিরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতার বার্তা দেন হুগলির ডানকুনি পৌরসভার পৌরসদস্য (সি আই সি) কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বাসুবাটিতে পীরের ওফাত দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি সিঙ্গুর বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের পীরে তরিকত খাজা সৈয়দ মাজিদুল ইসলামের ১৬ ই রবিউস সানি ওফাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা পীর সৈয়দ তাজুল ইসলাম ও মাওলানা আবিদ হোসেন ও পীরজাদা এমদাদুল ইসলাম ও পীরজাদা জিসানুল ইসলাম ও মৌলানা সৈয়দ আহসানুল ইসলাম কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা অনুযায়ী জিকির মাহফিল শিখান। এবং বিশ্বের শান্তি জন্য দোয়া করেন এবং পরিচালনা করেন পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম।

Notice Inviting e-Tender

Under designated has invite e-tender for (03) nos scheme under 15th FC Untide Details are available at https://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kaijuri Gram Panchayat
Swarupnagar Development Office
Swarupnagar, North 24 Parganas

ম্যান ইউকে লিগ কাপ থেকে ছিটকে ফেলল নিউক্যাসল

আপনজন ডেস্ক: গত মৌসুমে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ কাপের (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত) শিরোপা জিতেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
এবার সেই নিউক্যাসলের কাছে ৩-০ গোলে হেরে লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে এরিক টেন হাগের দলকে। একই দিনে ওয়েস্ট হামের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে প্রিমিয়ার লিগের আরেক পরাশক্তি আর্সেনাল।
ওল্ড ট্রাফোর্ডে কাল রাতে নিউক্যাসলের কাছে হারটি এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলা ১৫ ম্যাচে ইউনাইটেডের অষ্টম। ১৯৬২-৬৩ মৌসুমের পর এটি ইউনাইটেডের মৌসুমে সবচেয়ে বাজে শুরু।
কাল ম্যাচ শেষে কোচ টেন হাগ দায়টা নিজের কাঁধেই নিয়েছেন, 'এটা যথেষ্ট নয়। আমাদের দায় নিতে হবে, আমাকে দায় নিতে হবে।'
টেন হাগ এখানেই থামেননি। সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'সমর্থকদের জন্য আমি দুঃখিত। এটা আমাদের মানের চেয়ে নিচের পারফরম্যান্স এবং সবকিছু ঠিক করতে হবে।'
'তোমাকে কখনো ছেড়ে দেব না'—নিউক্যাসল কোচকে শিয়ারারের খোলাচিঠি
ওল্ড ট্রাফোর্ডে কাল ৩৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে ইউনাইটেড। গোল দুটি করেন মিগুয়েল আলিমরন ও লুইস হল। ৬০ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন জো উইলক। পুরো ম্যাচে ৬২ শতাংশ বলের দখল রেখে গোলে ১৩টি শট নিয়েও হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ইউনাইটেডকে।
ইউনাইটেডের হারের পর হতাশ সোফিয়ান আমরাবাত (বাঁয়ে) ও হ্যারি ম্যাগুয়ার
ইউনাইটেডের হারের পর হতাশ সোফিয়ান আমরাবাত (বাঁয়ে) ও হ্যারি ম্যাগুয়ারছবি : টুইটার
অন্য ম্যাচে ওয়েস্ট হামের মাঠে ৬০ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল। প্রথম গোলটি ছিল আর্সেনালের বেন হোয়াইটের আত্মঘাতী। পরের দুটি গোল করেন মোহাম্মদ কুদুস ও জ্যারড বাউয়েন। যোগ করা সময়ের ৬ মিনিটে আর্সেনালের পক্ষে একটি গোল ফেরত দেন মার্টিন ওডেগার্ড।
ম্যাচ শেষে আর্সেনালের কোচ মিকেল আরতেতা বলেছেন, 'আমি খুব হতাশ। এর জন্য আমিই দায়ী। আমরা কাপের লড়াই থেকে ছিটকে গেছি। আমরা অন্যরকম একটি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।'

শ্রীলঙ্কাকে ৫৫ রানে গুড়িয়ে সেমিফাইনালে গেল ভারত

আপনজন ডেস্ক: এশিয়া কাপ ফাইনাল থেকে এই ম্যাচে প্রেরণা নেওয়ার কথা গতকাল বলেছিল শ্রীলঙ্কা। প্রেরণা বলতে ৫০ রানে অলআউট হওয়ার দুঃস্মৃতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়। কিন্তু ভারতই উল্টো কলম্বোর প্রেমাদাসার সেই দাপট ফিরিয়েছে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে।
দেড় মাস আগের এশিয়া কাপ ফাইনালে শুরুতে ১২ রানে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ৫০ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল রোহিত শর্মার দল। আজ বিশ্বকাপের লিগ পর্বে শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেট গেছে ১৪ রানে, শেষ পর্যন্ত অলআউট ৫৫ রানে!
বিশ্বকাপ ইতিহাসে আইসিসির পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন ইনিংস। তা-ও এমন সময়ে, যখন ভারতের তোলা ৩৫৭ রান তাড়া করতে নেমেছে শ্রীলঙ্কা। ৩০২ রানে জিতে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ভারত।
মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে সাড়ে তিন শর বেশি রান তাড়া করতে নামা শ্রীলঙ্কা প্রথম বলেই হারায় পাতুম নিশাঙ্কার উইকেট। এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে উইকেটটি তুলে নেন যশপ্রীত বুমরা। ১৭ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের ফাইনালেও প্রথম ওভারে শ্রীলঙ্কার প্রথম উইকেট তুলে নিয়েছিলেন বুমরা, এরপর ঝড় তুলেছিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। আজ মুম্বাইয়েও হয়েছে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। বুমরা প্রথম উইকেট তুলে নেওয়ার পর সিরাজ এসে নিয়েছেন টানা তিন উইকেট। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে সিরাজ প্রথম বলে তুলে নেন দিমুথ করুনারত্নেকে, পঞ্চম বলে সাদিরা সামারাবিক্রমাকে। পরের ওভারের প্রথম বলে তাঁর শিকার শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস।
এশিয়া কাপ ফাইনালে ১৬ বলে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন সিরাজ, এ যাত্রায় প্রথম ৭ বলে ৩ উইকেট! সিরাজ আর বুমরার তোপে শ্রীলঙ্কার যখন চতুর্থ উইকেট হারায়, তখন স্কোরবোর্ডে রান মাত্র ৩।
চারিত আসালাঙ্কাকে নিয়ে এরপর ছোটখাটো একটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। রান হোক না হোক, উইকেট কামড়ে থাকার চেষ্টা করছিলেন দুজন। কিন্তু ইনিংসের দশম ওভারে মোহাম্মদ শামি বল হাতে নিতেই ভেঙে যায় সেই প্রতিরোধ-চেষ্টা। টানা দুই বলে ফেরান আসালঙ্কা ও দুশান হেমন্তকে।
শামি অবশ্য এখানেই থামেননি। দুষ্মন্ত চামিরাকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানানোর পর এক প্রান্ত আগলে রাখা ম্যাথুসকে ফেরান বোল্ডে। ২৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা তখন বিশ্বকাপের সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কায়। ২০০৩ বিশ্বকাপে কানাডাকে ৩৬ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে যে রেকর্ডের ভাগিদার বানিয়ে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কাই।
তবে মহিশ তিকশানা আর কাসুন রাজিতার দৃঢ়তায় সর্বনিম্ন রানে অলআউটের লজ্জা থেকে বেঁচে যায় শ্রীলঙ্কা। নবম উইকেটে এ দুজনে মিলে ২৮ বলে যোগ করেন ২০ রান।
শামি রাজিতাকে আর রবীন্দ্র জাদেজা দিলশান মাদুশঙ্কাকে তুলে নিলে ১৯.৪ ওভারেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। শামি ১৮ রানে নেন ৫ উইকেট।
লঙ্কানরা পুরো বিশ ওভার ব্যাট করতে না পারলেও ভারত ৫০ ওভার ব্যাট করে হারিয়েছে মাত্র ৮ উইকেট। রানও তুলেছে সাড়ে তিন শর বেশি। শুবমান গিল খেলেন সর্বোচ্চ ৯২ রানের ইনিংস। গিলের মতো শতকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন বিরাট কোহলি আর শ্রেয়াস আইয়ারও। কোহলি ৮৮ আর আইয়ার ৮২ রান করে ফেরেন। এ তিনজনেরসহ ভারতের পাঁচ ব্যাটসম্যানকে ফেরান মাদুশঙ্কা।
দিনশেষে এই মাদুশঙ্কাকে আউট করেই ভারত পেয়েছে স্মরণীয় এক জয়। যে জয় মনে করিয়ে দিয়েছে কলম্বোর এশিয়া কাপ ফাইনালকেও।

পদার্থবিজ্ঞান রেখে শহীদি যেভাবে আফগানদের 'নেতা'

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব ক্রিকেটে আফগানিস্তানের রূপকথার মতো উত্থানের গল্পটা তো সবার জানা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হয়েও এত অল্প সময়ে ক্রিকেটে দ্রুততম উন্নতিতে 'রোল মডেল' হয়ে আছে আফগানরা।
দলটি এবারের বিশ্বকাপেও একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের পর পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে আছে।
আফগানদের এই সাফল্যে রশিদ খান-মুজিব উর রেহমানদের মতো তারকাদের নামই সামনে আসে। কিন্তু দলটাকে একসূত্রে গেঁথে যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেই হাশমতউল্লাহ শহীদি যেন বরাবরই খানিকটা আড়াল।
শহীদির অধিনায়কত্বেই আফগানিস্তান সাবেক তিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিয়েছে। ২৮ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান নিজেও আছেন দারুণ ছন্দে। সর্বশেষ দুই ম্যাচে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন, সর্বশেষ আট ওয়ানডের চারটিতেই করেছেন অর্ধশত, একটি আবার ৪৮ রানে অপরাজিত।
আফগান ক্রিকেটে এই যে মানসিকতার পরিবর্তন, ক্রিকেটের প্রতি তাঁর আবেগ, ক্রিকেটের মাধ্যমে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানো, ব্যক্তিগত জীবন, পছন্দ-অপছন্দসহ নানা বিষয় নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন শহীদি। সেই সাক্ষাৎকারেই জানিয়েছেন, পদার্থবিজ্ঞানের বই রেখে হাতে ব্যাট তুলে নিয়ে এসেছেন আজকের অবস্থানে।
শহীদির জন্ম আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশে; দেশটির রাজধানী কাবুল থেকে লোগারের দূরত্ব ৮৭ কিলোমিটার। তাঁর বাবা মোহাম্মদ হাশিম শহীদি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, যিনি বিজ্ঞান নিয়ে ৪৪টি বই লিখেছেন।
হাশিম শহীদি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে হাশমতউল্লাহ শহীদি বড় মাপের বিজ্ঞানী হোক। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে ছেলের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সারাদিন কাটত কুমার সাঙ্গাকারার ব্যাটিং আর বলিউড সিনেমা নিয়ে।
বেড়ে ওঠার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সাক্ষাৎকারে শহীদি বলেছেন, 'আমি শিক্ষিত পরিবারে জন্মেছি। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানের সব পাঠ্যপুস্তক আমার বাবা লিখেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ৪৪টি। খুব স্মার্ট ছিলেন। চেয়েছিলেন আমি যেন পড়াশোনাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আর ক্রিকেট শখের বশে খেলি। কিন্তু আমি পড়াশোনায় কখনোই ভালো ছিলাম না। পদার্থবিজ্ঞান নিয়েও কোনো আগ্রহ ছিল না।'
বাবাকে খুশি করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাও দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন আফগান অধিনায়ক, 'বাবা চেয়েছিলেন আমার পূর্ণ মনোযোগ যেন শুধু লেখাপড়াতেই থাকে। আমিও বলেছিলাম ঠিক আছে। তাঁকে খুশি রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও বসেছিলাম। কিন্তু আমার নেশা ছিল ক্রিকেট। যখন আমি অনূর্ধ্ব-১৯ দলে জায়গা করে নিলাম, সবে স্কুলজীবন শেষ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।'
২০১৮ সালে হাশমতউল্লাহ শহীদির বাবা হাশিম শহীদি মারা যান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার ছেলের খেলা দেখে যেতে পারেননি বাবা—এটাই শহীদির জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ, 'মনে আছে, দিনের খেলা শেষে আমি ১২০ রানে অপরাজিত ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি বাবাকে ফোন করলাম। বললাম, আমার জন্য দোয়া করতে যাতে (পরের দিন) দ্বিশতক পূরণ করতে পারি। সেদিন আমাদের বাড়িতে কজন মেহমান এসেছিলেন। বাবা ফোন ধরেই বললেন, "আমি ব্যস্ত আছি। কাল দ্বিশতক পূরণ করো। তারপর কথা হবে।" এরপরেই বাবা ফোন কেটে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ওটাই ছিল শেষ কথা। এরপর বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কখনো জাগেননি! আমি তখন বাড়ি থেকে ছয় ঘণ্টার দূরত্বে ছিলাম।'
বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে খেলা বাদ দিয়ে বাড়ি ছুটে গিয়েছিলেন শহীদি। তাই দ্বিশতক পাওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত দ্বিশতকটা পেলেন তিন বছর পর, ২০২১ সালের মার্চে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আবুধাবি টেস্টে। এটাই এখন পর্যন্ত টেস্টে কোনো আফগান ব্যাটসম্যানের প্রথম ও একমাত্র দ্বিশতক।

বাবরের ম্যাচ জেতানোর সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন আফ্রিদির

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তান এখন পর্যন্ত জিতেছে তিনটি ম্যাচ। সেই ম্যাচগুলোতে সেরা ব্যাটার বাবর আজমের অবদান নেই বললেই চলে। অথচ বিশ্বকাপের আগে বাবরকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখা লোকের অভাব ছিল না। কারণটা যৌক্তিকও। আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়েও তিনি অবস্থান করছেন সবার উপরে; কিন্তু বিশ্বকাপে নিজের দক্ষতার ছাপ রাখতে পারছেন না।
ফলে বাবরের ম্যাচ জেতানোর সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। সেই তালিকায় আছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা শহিদ আফ্রিদি।
সম্প্রতি পাকিস্তানের বেসরকারি চ্যানেল সামা টিভির একটি অনুষ্ঠানে আফ্রিদি সমালোচনা করেছেন বাবরের ব্যাটিংয়ের। বাবরের রান করা এবং বাবরের রানের কারণে ম্যাচ জেতা- দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। (ভারতের) বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুল কী করে তাকিয়ে দেখুন। ওরা রান করে, দেখেশুনে বলও মোকাবিলা করে এবং দলকে জিতিয়ে তবেই মাঠ ছাড়ে।
যদিও নিজেকে বাবরের ভক্ত হিসেবে দাবি করেছেন সাবেক অলরাউন্ডার- আমি বাবরের ভক্ত, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। আমরা বলি, বাবর বড়মাপের খেলোয়ার; কিন্তু সেই স্তরে পৌঁছানো এক বিষয় এবং একবার সেই স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর আপনার পারফরম্যান্সের ধারা বজায় রাখা (ভিন্ন বিষয় যা) অনেক বেশি কঠিন।
এর পরপরই অবশ্য বাবরের ম্যাচ জেতানোর সামর্থ্য নিয়ে সংশয় জানিয়েছেন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্য খ্যাতি পাওয়া আফ্রিদি। বাবর যখন ব্যাট করতে নামে, তখন আমাদের মনে হওয়া উচিত যে আমরাই জিতব; কিন্তু সেরকম অনুভূতি আসে না। আমরা জানি, সে ৫০-৬০ রান করবে। তবে আমরা আত্মবিশ্বাস পাই না যে, সে আমাদের ম্যাচটা জিতিয়ে দেবে।
বিশ্বকাপের লিগপর্বে আরও দুটি ম্যাচ বাকি আছে পাকিস্তানের। সাত ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে। আসরের সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা এখনো ভালোমতোই টিকে আছে দলটির।
আগামী শনিবার নিউজিল্যান্ডকে মোকাবিলার পর শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান। সামনের লড়াইগুলোতে আফ্রিদিকে ভুল প্রমাণ করতে পারবেন তো বাবর?

রোহিত-কোহলিরা যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলছেন, গর্বিত টেন্ডুলকার

আপনজন ডেস্ক: ১৯৮৩ সাল, ভারতের ক্রিকেটের জন্য ছিল অন্য রকম একটি বছর। প্রবল পরাক্রমশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সেবার নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতে ভারত। কপিল দেবের নেতৃত্বে সেই বিশ্বকাপ জয়ই ভারতে আনে ক্রিকেট জোয়ার। সেই জোয়ার অনেকের মনেই রোপণ করেছিল ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নের বীজ, রোপণ করেছিল আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নের বীজও। শচীন টেন্ডুলকার তাঁদের মধ্যে একজন। যে স্বপ্ন সেই ১০ বছর বয়স থেকে বুকে লালন করে আসছিলেন, সেটা টেন্ডুলকার পূরণ করতে পারেন ২০১১ সালে। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে সেবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন কিংবদন্তি টেন্ডুলকার।
এক যুগ পর ভারতে হচ্ছে আরেকটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আবার বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ভারতীয়রা। ক্রিকেটপাগল দেশটির মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দুর্দম্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। প্রথর পর্বে টানা ৬ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে রোহিতের ভারত। সামনে পড়া সব দলকেই উড়িয়ে দিচ্ছে তারা।
রোহিতের নেতৃত্বে এমন গতিতে এগিয়ে চলা ভারতের খেলা দেখে গর্ব বোধ করছেন টেন্ডুলকার। গতকাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে উদ্বোধন করা হয় টেন্ডুলকারের ভাস্কর্য। সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে ১৯৮৩ সালের গল্প শোনানোর সঙ্গে রোহিত-কোহলিদের খেলায় নিজের মুগ্ধতার কথাও বলেছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার।
১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ভারতের ম্যাচ দেখতে যাওয়া নিয়ে টেন্ডুলকার বলেছেন, 'সালটা ছিল ১৯৮৩ এবং বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতে এসেছিল। সেটা নিয়ে ছিল তুমুল উত্তেজনা। বান্দ্রা থেকে আমার ভাইয়ের বন্ধুরা এসেছিলেন। তাঁরা সবাই ম্যাচটি দেখার সিদ্ধান্ত নেন এবং অবশ্যই আমাকেও যেতে বলা হয়। আমি পুরো ম্যাচ নর্থ স্ট্যান্ডে বসে দেখেছি।'
রোহিত-কোহলিরাও এবার যেন ভারতের মানুষের মনে সেই উন্মাদনাই ফিরিয়ে দিচ্ছেন, এমনটাই মনে করেন টেন্ডুলকার, 'আমাদের দলের সবাই মিলে ভিন্ন একটা ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলছে। তারা এখন পর্যন্ত যেভাবে খেলেছে, আমি অনেক গর্বিত ও আনন্দিত।'

আবারও বল হাতে বিধ্বংসী রূপে মোহাম্মদ সামি। গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতীয় এই পেসারের শিকার ৫ উইকেট। এতে ৪৫ উইকেট নিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন সামি। তিনি ছাড়িয়ে গেছেন সাবেক পেস বোলার জহির খানকে (৪৪)। এই ৪৪ উইকেট নিতে জহির খানের লেগেছিল ৩৪ ম্যাচ। অথচ মাত্র ১৪ ম্যাচেই সেই কীর্তি ছাড়িয়ে গেছেন সামি। সামি ও জহির খানের পরের অবস্থানে আছেন জাসপ্রিত বুমরাহ।

সৌদি আরবে বিশ্বকাপ হলে মদপান করা যাবে?

আপনজন ডেস্ক: প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে গত বছর ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল কাতার। ১১ বছর পর দ্বিতীয় মুসলিম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের আয়োজক হতে যাচ্ছে সৌদি আরব।কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় লিওনেল মেসির দল আর্জেন্টিনা। অথচ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় সেদি আরব। এবার বিশ্বকাপের আয়োজক হতে যাচ্ছে মুসলিম দেশটি।
সবকিছু ঠিক থাকলে ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হতে পারে সৌদি আবর। বিশ্বকাপ আয়োজনের লড়াই থেকে অস্ট্রেলিয়া নাম তুলে নেওয়ায় সৌদি আরবের সামনে আর কোনো প্রতিপক্ষ রইল না। ব্রিটেনের এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য কড়াকড়িও কিছুটা শিথিল করতে পারে সৌদি আরব। কাতার বিশ্বকাপে মদপান নিষিদ্ধ থাকলেও বিশ্বের ফুটবল সমর্থকদের কথা চিন্তা করে মদপান করার অনুমতি দিতে পারে সৌদি সরকার।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**